জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper :www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

উপাচার্য নিয়োগ

৮টি বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিয়োগের নির্দেশ সর্বোচ্চ আদালতের। কলকাতা, যাদবপুর , উত্তরবঙ্গ, গৌড়বঙ্গ ও বিশ্ববাংলা বিশ্ববিদ্যালয়-সহ মোট ৮টি বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিয়োগ করা হবে

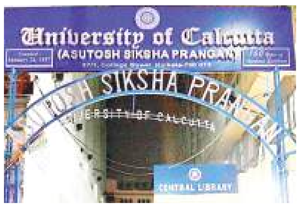

কাটবে দুর্যোগ

ধীরে ধীরে কাটবে দুর্যোগ পরিস্থিতি। উত্তরে মঙ্গলবার থেকে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। তবে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গে চলবে বৃষ্টি। শক্তি হারিয়ে নিম্নচাপ পরিণত হয়েছে ঘূর্ণাবর্তে

জয়পুরের হাসপাতালে আগুন আইসিইউতে ঝলসে মৃত ৮

বিহারে বিধানসভা নির্বাচন ৬ ও ১১ নভেম্বর, রেজাল্ট ১৪-য়

বর্ষ - ২১, সংখ্যা ১৩১ • ৭ অক্টোবর, ২০২৫ • ২০ আশ্বিন ১৪৩২ • মঙ্গলবার • দাম - ৪ টাকা • ১৬ পাতা • Vol. 21, Issue - 131 • JAGO BANGLA • TUESDAY • 7 OCTOBER, 2025 • 16 Pages • Rs-4 • RNI NO. WBBEN/2004/14087 • KOLKATA

ম্যানমেড বন্যা • আজ মিরিকের পরিস্থিতি দেখতে যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী

বিপর্যস্তদের পাশে মুখ্যমন্ত্রী

মৃতদের পরিবারকে ৫ লক্ষ টাকা করে অনুদান, চাকরিও

প্রতিবেদন : সোমবার উত্তরবঙ্গের দুর্গতদের পাশে দাঁড়িয়ে আশ্বস্ত করেছেন বাসিন্দাদের। গোটা প্রশাসনকে মাঠে নামিয়ে দিয়েছেন। জলপাইগুড়ির নাগরাকাটা-সহ বিস্তীর্ণ এলাকা ঘুরে দেখেছেন। গিয়েছেন ত্রাণশিবিরেও। আজ, মঙ্গলবার যাবেন মিরিক-দুধিয়া এলাকায়। সরেজমিনে খতিয়ে দেখবেন পরিস্থিতি। উত্তরের এই বিপর্যয়কে ম্যানমেড বলেই আখ্যা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। দুর্যোগ কেড়ে নিয়েছে ২৩ জনের প্রাণ। মৃতের সংখ্যা আরও বাড়বে। অতিবৃষ্টি এবং ধসের কারণে ঘরবাড়ি ধ্বংস হয়ে গিয়েছে, ভেঙে গিয়েছে ব্রিজ, রাস্তাঘাট। ঘটনায় মৃতদের পরিবারপিছু ৫ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ

মৃতদের পরিবারের হাতে তুলে দিলেন চেক।

এবং সেই সঙ্গে পরিবারপিছু একজনের চাকরির ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। সোমবার জলপাইগুড়ির নাগরাকাটায় দাঁড়িয়ে স্বজনহারাদের হাতে চেকও তুলে দেন মুখ্যমন্ত্রী। এলাকার মানুষের পাশে থাকার আশ্বাস দেন। জানিয়ে দেন, আটকে থাকা পর্যটকেদের ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার সমস্ত ব্যবস্থা করা হচ্ছে। সোমবার দমদম বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মৃতদের পরিবারপিছু ৫ লক্ষ টাকা আর্থিক সাহায্য ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। (এরপর ৬ পাতায়)

নাগরাকাটায় দুর্গতদের পাশে মুখ্যমন্ত্রী। রয়েছেন রাজ্য পুলিশের ডিজি ও জেলাশাসক। সোমবার।

উত্তর ভাসল ভুটান-সিকিমের জলে

প্রতিবেদন : উত্তরবঙ্গ ভাসল সিকিম ও ভুটানের জলেই! বহুবার কেন্দ্রকে যৌথ নদী কমিশন গঠনের কথা বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কর্ণপাত করেনি তারা। এবার এই দুই রাজ্যের একাধিক নদীর জলে ডুবল তরাই-ডুয়ার্স। এই প্রেক্ষিতে সোমবার বাংলার প্রতি উদাসীনতার উদাহরণ তুলে ধরে কেন্দ্রকে ধুয়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কলকাতা বিমানবন্দর এবং উত্তরবঙ্গের নাগরাকাটায় ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ভোটে কারচুপি ও নির্বাচন কমিশনকে রাজনৈতিকভাবে প্রভাবিত

করতে কেন্দ্র অর্থ ব্যবহার করছে কিন্তু বাংলার বন্যা-মোকাবিলা, রাস্তানির্মাণ, আবাসন-উন্নয়ন-সহ প্রয়োজনীয় সব

- স্বজনহারা পরিবারদের ৫ লক্ষ টাকা করে চেক
- পরিবারের একজনকে হোমগার্ডের চাকরি
- ৫০০ পর্যটককে ফেরাতে উত্তরবঙ্গ পরিবহণ নিগমের ৪৫ ভলভো বাস
- ডায়মন্ড হারবারের একজন নিখোঁজকে উদ্ধারের নির্দেশ
- ২৫০ জনকে শিলিগুড়ির হোটেলে বিনা ভাড়ায় রাখার ব্যবস্থা
- মিরিক-নাগরাকাটায় পুলিশ কমিউনিটি কিচেনের ব্যবস্থা

প্রকল্পের টাকা আটকে দিয়েছে। জিএসটি আমরা মানুষের স্বার্থে সমর্থন করেছিলাম, তবুও ২০,০০০ কোটি (এরপর ৩ পাতায়)

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

সুহানা

ভদ্রবেশী শয়তানদের বকাটে
চিড়িয়াখানা
অকাজের কাজে অষ্টরম্ভা
ভরাডুবি ভাবনা।
শকুনি সুনামিদের শূন্য
অধরা ধরনা
চিন্তাশক্তির চির বিদায়
নেইকো ঠিকানা
নেতিবাচক নিশিকান্তে
নীরব মোহানা
খেয়ো না বিষবৃক্ষ
ফল সুহানি সুহানা।

নিখোঁজ মা পাশে 'দিদি'

আর্থিকা দত্ত • জলপাইগুড়ি

আমার মাকে খুঁজে পাচ্ছি না, মুখ্যমন্ত্রীকে দেখেই এ-কথা জানিয়ে হাউ হাউ করে কাঁদতে শুরু করে মেয়েটি। মানবিক মুখ্যমন্ত্রী তৎক্ষণাৎ প্রশাসনিক আধিকারিকদের নির্দেশ দেন দ্রুত খোঁজ নেওয়ার। সোমবার নাগরাকাটায় ত্রাণশিবিরে আশ্রয় নেওয়া সকলের সঙ্গে দেখা করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের উদ্দেশে মুখ্যমন্ত্রী জানান, বিপর্যয় এখনও কাটেনি, নদীর জল আবারও বাড়তে পারে। তাই নিচু এলাকায় থাকা মানুষদের তিনি (এরপর ৬ পাতায়)

ছিঃ প্রধান বিচারপতিকে জুতো!

প্রতিবেদন : বিজেপির প্ররোচনায় কলুষিত হল দেশের সর্বোচ্চ আদালত। সোমবার একটি মামলা চলাকালীন রাকেশ কিশোর নামে এক আইনজীবী প্রধান বিচারপতি গাভাইকে লক্ষ্য করে জুতো ছুঁড়তে যান। ধরে ফেলেন নিরাপত্তা কর্মীরা। দাবি, সনাতন ধর্মের অপমান করেছেন গাভাই। উসকানি যে বিজেপির তরফের তা স্পষ্ট। ঘটনায় বিস্মিত এবং ক্ষুব্ধ বাংলার মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, এই ঘটনা সংবিধানের উপর আক্রমণ। সুপ্রিম কোর্টে এরকম ঘটনা যে ঘটতে পারে তা ভাবাই যায় না। শুধু মুখ্যমন্ত্রী নন, সোনিয়া গান্ধী-সহ বিরোধী নেতারাও এই জঘন্য ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছেন।

দুর্ভাগ্যজনক! প্রধানমন্ত্রীকে সপাটে জবাব মুখ্যমন্ত্রীর

সংবাদদাতা, নাগরাকাটা : সারা বছর মানুষের পাশে পাওয়া যায় না তাঁদের। মানুষ যখন চরম বিপদে তখন লোক-দেখানো সহানুভূতি দেখাতে গিয়ে উত্তরবঙ্গের নাগরাকাটায় স্থানীয়দের তুমুল বিক্ষোভের মুখে পড়লেন দুই বিজেপি নেতা সাংসদ খগেন মুর্মু ও বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ।

জনরোষের মুখে পড়ে দেহরক্ষী নিয়ে কার্যত পালিয়ে আসতে হয় তাঁদের। ঘটনার পর এই নিয়ে বিভিন্ন মহল থেকে বিভ্রান্তিমূলক প্রচার শুরু হয়েছে। এই প্রচারের কড়া জবাব দিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। দলনেত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রীও এই ঘটনার পর জানিয়েছেন, (এরপর ৬ পাতায়)

নানা রকম

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

7 October, 2025 • Tuesday • Page 2 || Website - www.jagobangla.in

তারিখ অভিধান

১৮৪৯
এডগার অ্যালান পো (১৮০৯-১৮৪৯) এদিন মারা যান। ১৮৪১ সালে তাঁর গোয়েন্দা কাহিনি 'দ্য মার্ডারস ইন দ্য রু্য মর্গ'-এর পরে গোয়েন্দা কাহিনি পা-পা করে এগিয়েছে। তবে পো তাঁর লেখা কবিতা, ছোট-গল্প এবং বিশেষ করে মৃত্যুর সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত ছোট-গল্প ও রহস্য-গল্পগুলোর জন্য সবচেয়ে বেশি পরিচিত। তিনিই প্রথম মার্কিন লেখক যিনি শুধুমাত্র লেখার মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করতেন, ফলে তিনি আর্থিক অসচ্ছলতার মধ্যে জীবন কাটিয়েছেন। ১৯৪৯ থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত প্রতিবছর জানুয়ারি মাসের ১৯ তারিখে কোনও এক ভক্ত একটি কনিয়াক মদের বোতল ও তিনটি গোলাপ পোর সমাধিসৌধে রেখে যেতেন। এই অজ্ঞাতনামা ভক্তকে পো টোস্টার বলা হয়। পো-কে যেখানে সমাধিস্থ করা হয় সেই বাল্টিমোরের ওয়েস্টমিনস্টার গির্জার একজন ঐতিহাসিক স্যাম পোরপোরা ২০০৭ সালের অগাস্ট মাসের ১৫ তারিখে দাবি করেন যে তিনি ১৯৪৯ সাল থেকে এই শ্রদ্ধার্ঘ্য দিয়ে আসছেন যাতে গির্জাটির সম্মান বৃদ্ধি পায় এবং একই সঙ্গে অধিক তহবিল সংগ্রহ করা সম্ভবপর হয়। তাঁর এই দাবি সত্যি বলে প্রমাণিত হয়নি। পো টোস্টার শেষবার পোর সমাধিতে যান ২০০৯ সালের ১৯ জানুয়ারিতে। ওইদিন ছিল পো-র মৃত্যুর দ্বিশতবার্ষিকী।

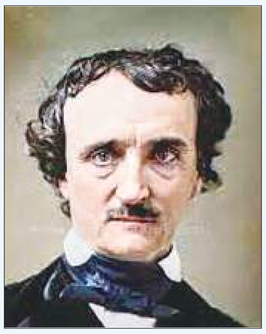

২০০৮

সালের ৭ অক্টোবর সৌরভ ঘোষণা করেন যে, সেই মাসে শুরু হতে চলা টেস্ট সিরিজটিই হবে তাঁর জীবনের সর্বশেষ টেস্ট সিরিজ। ২০০৮ সালের ২১ অক্টোবর সৌরভ তাঁর সর্বশেষ প্রথম শ্রেণির ক্রিকেট ম্যাচটি খেলেন। সর্বমোট ৩১১টি একদিনের আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেছেন এবং ১১,৩৬৩ রান সংগ্রহ করেছেন। পাশাপাশি তিনি ১১৩টি টেস্ট খেলেছেন ও ৭,২১২ রান সংগ্রহ করেছেন। ভারতকে তিনি ৪৯টি টেস্ট ম্যাচে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন যার মধ্যে ভারত জিতেছিল ২১টি ম্যাচে। সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় ভারতকে ১৪৬টি একদিনের আন্তর্জাতিক ম্যাচে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন যার মধ্যে ভারত জিতেছিল ৭৬টি ম্যাচে। এ ছাড়া তিনি একদিনের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ১০০টি এবং টেস্টে ৩২টি উইকেট দখল করেন। পাশাপাশি তিনি একদিনের আন্তর্জাতিকে ১০০টি ও টেস্টে ৭১টি ক্যাচ নিয়েছেন।

১৯১৪ বেগম আখতার (১৯১৪-১৯৭৪) এদিন জন্মগ্রহণ করেন। উত্তরপ্রদেশে ফৈজাবাদে বেগমের জন্ম। গানের কেরিয়ারে আখতারি বাঈ ফৈজাবাদী নামেও পরিচিত ছিলেন বেগম। শুধু গজলসম্রাজ্ঞী নয়, দাদরা, ঠুংরি— শাস্ত্রীয় সংগীতের প্রায় সব ধারাতেই বেগমের স্বচ্ছন্দ যাতায়াত ছিল। শুধু গান নয়, বেশ কিছু ছবিতেও অভিনয় করেছিলেন তিনি। সত্যজিৎ রায়ের 'জলসাঘর'-এ তাঁর অভিনয় চিরকাল মনে রাখবেন দর্শক।

১৭০৮ শিখধর্মের দশম গুরু গোবিন্দ সিং (১৬৬৬-১৭০৮) এদিন প্রয়াত হন। মৃত্যুকালে তিনি শিখধর্মের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ গুরু গ্রন্থ সাহিবকে শিখদের পরবর্তী এবং চিরস্থায়ী গুরুরূপে ঘোষণা করেন। জামশেদ খান নামে এক আততায়ীর আক্রমণে মারাত্মকভাবে আহত হন গুরু গোবিন্দ সিং। এই আঘাতের কারণেই তাঁর মৃত্যু হয়।

১৯১২ অশোককুমার সরকার (১৯১২-১৯৮৩) এদিন জন্মগ্রহণ করেন। বিশিষ্ট সাংবাদিক। ১৯২২ সালে আনন্দবাজার পত্রিকার জন্ম। এই পত্রিকা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ভারতের স্বাধীনতাসংগ্রামী সুরেশচন্দ্র মজুমদার। অশোককুমার সরকারের বাবা প্রফুল্ল সরকার ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক। ১৯৫৯ সাল থেকে এই পত্রিকার সম্পাদক হন অশোককুমার সরকার। আনন্দবাজার পত্রিকা ছাপার কাজে অশোককুমার সরকার প্রথম অফসেট প্রিন্টিং ব্যবস্থা চালু করেছিলেন।

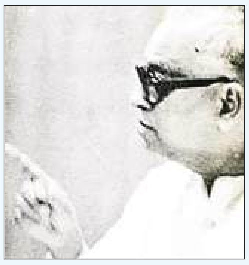

১৭৭৫ জয়গোপাল তর্কালঙ্কার (১৭৭৫-১৮৪৬) এদিন নদিয়ার বজ্রপুরে জন্মগ্রহণ করেন। সাহিত্যিক ও শাব্দিক হিসেবে খ্যাতি ছিল। শ্রীরামপুর মিশনে উইলিয়াম কেরির অধীনে কাজ করার সময় মার্শম্যান সম্পাদিত সাপ্তাহিক 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগে যোগ দেন। এই পত্রিকার মাধ্যমে তিনি সংস্কৃতবহুল কঠিন বাংলা শব্দকে ব্যবহার উপযোগী ও সহজ করে তোলার কাজ শুরু করেন। সংস্কৃত কলেজে বিদ্যাসাগর তাঁর ছাত্র ছিলেন। ফারসি ভাষার একটি অভিধান সংকলন করেন। এ ছাড়া 'শিক্ষাসার', 'পত্রের ধারা', 'বঙ্গাভিধান' প্রভৃতি তাঁর লেখা উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

নজরকাড়া ইনস্টা

■ নুসরত

■ দেবলীনা কুমার

■ শিল্পা শেট্টি

পার্টির কর্মসূচি

■ বৈদ্যবাটি পুরসভার ১০ নং ওয়ার্ডের অন্নদাবাগান দুর্গোৎসব কমিটির বিজয়া সম্মিলনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত হুগলি জেলা জয় হিন্দ বাহিনীর সভাপতি সুবীর ঘোষ।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১৫১৮

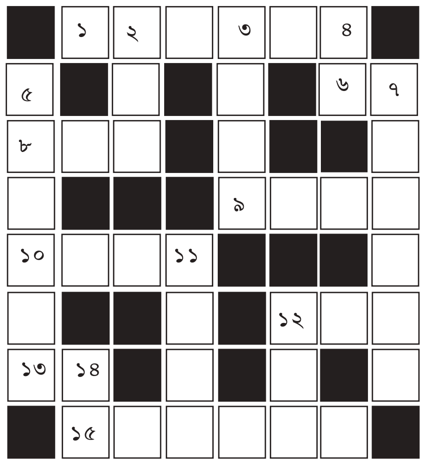

পাশাপাশি : ১. লিখিতভাবে ৬. মাটি পাথর ইত্যাদি ভেঙে পড়া ৮. ঠুনকো ৯. বিশেষরকম, ভালোমতন ১০. বনভূমি ১২. অমলিন, বিমল ১৩. লক্ষ্মীদেবী ১৫. মড়ি ঘর, মর্গ।

উপর-নিচ : ২. ফর্দ ৩. সশব্দ হাসি ৪. যজ্ঞ ৫. পাথর ছড়িয়ে থাকার ফলে চলাচল কষ্টকর এমন ৭. প্রীতিকর ১১. শ্রেষ্ঠ অলংকার ১২. সার্থক ১৪. ধীবর, জেলে।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১৫১৭ : পাশাপাশি : ১. আরোপ ৩. সমশন ৫. নবজলধর ৭. ইলাহি ৮. জলেশ ১০. মঙ্গলকামনা ১২. রণাঙ্গন ১৩. নকল। **উপর-নিচ :** ১. আখড়াই ২. পবনহিল্লোল ৩. সমাজ ৪. নজর ৬. লক্ষ্মীজনার্দন ৯. শরজাল ১০. মধুর ১১. কাঞ্চন।

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
• সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত। সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Pratidin Prakashani Pvt. Ltd., 20 Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700 072
Regd. No. WBBEN/2004/14087
• Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21
City Office : 234/3A, A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

নাগরাকাটায় বন্যাপীড়িত এলাকায় মুখ্যমন্ত্রী দুর্গতদের পাশে

উত্তর ভাসল ভুটান-সিকিমের জলে

(প্রথম পাতার পর)

টাকার ক্ষতি হয়েছে। কেন্দ্রের কাছ থেকে আমাদের ১.৮৫ লক্ষ কোটি টাকা পাওনা, তার সঙ্গে আরও ২০,০০০ কোটি যোগ করুন। আমরা কোথা থেকে অর্থ আনব? কমিশনকে যে টাকা দেওয়া হয়েছে তাতে বাংলার অনেক কাজ হয়ে যেত। এদিন নাগরাকাটায় দুর্যোগে মৃতদের কয়েকটি পরিবারের হাতে ৫ লক্ষ টাকার চেক তুলে দেন। পরিবারের একজনকে হোমগার্ডের চাকরিও দেবে রাজ্য সরকার।

এদিন, নাগরাকাটার বিস্তীর্ণ প্লাবিত এলাকা ঘুরে দেখেন মুখ্যমন্ত্রী। বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলেন, সমস্যার খোঁজ নেন এবং আশ্বাস দেন রাজ্য সরকার সবরকমভাবে পাশে থাকবে। আজ বুধবার মুখ্যমন্ত্রী বলেন— একদিকে দক্ষিণবঙ্গ ভাসে ডিভিসি এবং ফরাক্কার জলে, অন্যদিকে উত্তরবঙ্গ ভাসে ভুটান ও সিকিমের জলে। এই সমস্যার স্থায়ী সমাধান দরকার। তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করে জানান, বহুবার কেন্দ্রকে ইন্দো-ভুটান রিভার কমিশন গঠনের দাবি জানানো হলেও আজও সাড়া পাওয়া যায়নি। ভুটানের ৫৬টি নদী এবং সিকিমে তৈরি ১৪টি হাইড্রো পাওয়ার প্রকল্প থেকে প্রচুর জল নেমে এসে উত্তরবঙ্গকে প্রতি বছর বিপর্যস্ত করছে। অথচ কেন্দ্র এ নিয়ে কোনও পদক্ষেপ করছে না। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশের সঙ্গে পূর্বে থাকা রিভার কমিশনও কেন্দ্র সরিয়ে নিয়েছে। শুধু তাই নয়, গঙ্গা অ্যাকশন প্ল্যান থেকেও রাজ্যকে বাদ দেওয়া হয়েছে। ব্রহ্মপুত্র কমিশন থেকেও তিস্তা ও তোর্সা নদীকে বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত কেন্দ্রীয় সরকারের বঞ্চনার আরেকটি স্পষ্ট উদাহরণ। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, কেন্দ্র একের পর এক রাজ্যের অধিকার কেড়ে নিচ্ছে। উত্তরবঙ্গের মানুষ আজ জলবন্দি, অথচ কেন্দ্রের তরফে আর্থিক সাহায্য মিলছে না। তিনি মনে করিয়ে দেন, রাজ্য বারবার অনুরোধ করেছে ইন্দো-ভুটান রিভার কমিশন গঠন করতে, যাতে প্রতিবছরের এই বন্যার হাত থেকে উত্তরবঙ্গকে রক্ষা করা যায়। কিন্তু কেন্দ্র সেই আবেদনে আমলেই নেয়নি! ফলে, নদীর জলবাহিত বিপর্যয়ে প্রতি বছর ডুয়ার্স-সহ উত্তরবঙ্গের বিশাল এলাকা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

সিকিম তিস্তায় ৪০টি জলবিদ্যুৎ প্রকল্প করেছে, সেই জল কোথায় যাবে? তা শিলিগুড়ি, মাটিগাড়া ও কালিম্পংয়ে আসছে। সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছি আমরা, আর লাভ করছে তারা। সিকিমের মানুষদের থেকে টাকা নিয়ে তারা শিলিগুড়িতে ব্যবসা করছে। তারা ৯০% ভর্তুকি পাচ্ছে। আমরা নিজেরাই সিকিমকে সাহায্যপ্রাপ্ত রাজ্যের তালিকায় রেখেছিলাম। অটলবিহারী বাজপেয়ী প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন আমরা একটি বাংলা প্যাকেজ তৈরি করেছিলাম। আমরা কখনও কেন্দ্রের কাছে মাথা নত করিনি। আমি পাহাড়কে ভালবাসি— কিছুদিন আগেই সেখানে গিয়েছিলাম। এই বিপর্যয়ের দিনে আবার এসেছি।

সম্পাদকীয়

জাগোবাংলা — মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বেয়াদপি সহ্য নয়

দেশে এ-কোন উদাহরণ তৈরি হল সোমবার সুপ্রিম কোর্টে! মামলার বিষয়, শুনানি এবং সম্ভাব্য রায় পছন্দ না হওয়ায় এক আইনজীবী প্রধান বিচারপতি বি আর গাভাইকে জুতো ছুঁড়ে মারার চেষ্টা করে। ভারতবর্ষের ইতিহাসে এই ধরনের ঘটনা বেনজির। ওই আইনজীবী নিশ্চিতভাবে বিজেপির আদর্শে প্রভাবিত অন্ধ এক বিচার-বোধহীন ব্যক্তি। নইলে বিচারের তীর্থস্থানে এই ঘটনা ঘটায় না। সনাতন ধর্মের অপমান করেছেন নাকি প্রধান বিচারপতি! আক্রমণের কারণ শুনলেই বোঝা যায় সূচনা কোথায়? কেন গাভাইয়ের উপর এত উষ্মা? তার কারণ, গাভাই প্রধান বিচারপতির আসনে বসার পর বিজেপি যে একতরফা সিদ্ধান্ত সর্বোচ্চ আদালত থেকে মাঝেমধ্যেই পেয়েছে, সে-সব বন্ধ হয়েছে। যুক্তি, আইন, সংবিধানকে মাথায় রেখেই সিদ্ধান্ত হচ্ছে। এতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত এইসব মেকি সনাতনীরা। তাই আদালতকে কলুষিত করতে এতটুকু পিছ-পা নয় এইসব ব্যক্তি এবং তাদের মদতদাতা রাজনৈতিক দলগুলি। লক্ষণীয় হল, বাংলার মুখ্যমন্ত্রী-সহ বিরোধী দলের প্রায় প্রত্যেক নেতৃত্ব ঘটনায় শুধু উষ্মা প্রকাশ করেছেন তাই নয়, এই নজিরবিহীন অসভ্যতা, অমর্যাদা এবং নোংরা রাজনীতির তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন। একটি শব্দও উচ্চারণ করেনি বিজেপি। স্পষ্ট হয় কারণ। আসলে এটা সংবিধানের উপর আঘাত। যে-সংবিধান বিজেপি বদলে ফেলে নিজেদের ইচ্ছামতো সংশোধন করতে চায়। কিন্তু ভারতবর্ষের ইতিহাস বিজেপি নেতারা জানেন না। এই প্রক্রিয়ায় চলতে থাকলে বিজেপিও নিশ্চিহ্ন হওয়ার দিকে এগোতে থাকবে। স্বাধীনতা আন্দোলনের বিশ্বাসঘাতকদের উত্তরসূরিদের বেয়াদপি মানুষ সহ্য করবেন না।

পুজো আমাদের গর্ব ও আনন্দ

■ ক'দিন ধরে চলল দুর্গোৎসব। আলোকসজ্জা, গানের সঙ্গে হারিয়ে যাওয়া অনুভূতির স্মৃতি বিধুর কাতরতা, আনন্দ বেদনার দোলা। আলোর বিছানা বিছানো পথে পথে অনেক হেঁটেছি প্যান্ডেলে প্যান্ডেলে ঘুরে। এখন লক্ষ্মীপুজোর পর কৈশোরের হাত ধরেছি। কী নরম মিষ্টি তার হাত। আমার স্কুল কড়ামনুরাজ উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়, সেখানে দুর্গা পুজো হয়। ঠাকুর দেখলাম। ক্লাস রুমে ঢুকে বেঞ্চে কিছুক্ষণ বসেছিলাম। ভাবছিলাম এখানেই সেদিন বসেছিলাম! অর্জুন আমার স্কুল লাইফের বন্ধু। তার বাড়ি ওখানে। স্কুলের পিছনে তার একটা মুদিখানা দোকান আছে। স্কুলের দেয়ালে মিডডে মিলের চার্ট দেওয়া আছে। কোন দিনে কী খাওয়া দেওয়া হবে ছাত্র-ছাত্রীদের। স্কুলের ভিতরে চারদিক ঝাউগাছের সারি। অরণ্যে দিবসের অরণ্যের ছায়া এখানেও সুপ্রসারিত। বড় মাঠ, পুকুর, যেখানে হংস- হংসি ডানা মেলেছে গোধূলির রঙ মেখে। সেদিন এমন কংক্রিটের অট্টালিকা ছিল না। মাটির দেওয়াল, বাঁশের জানালা। আমরা কখনও জানালা ভেঙে পালিয়েছি ক্লাস ফাঁকি দিয়ে। ধরা পড়েছি। মারও খেয়েছি। এমন মিষ্টি-মধুর রঙিন ছবি কৈশোর ছাড়া কে আঁকতে পারে! কৈশোরের হাত ছেড়ে গ্রামের পথ ধরেছি। প্যান্ডেল প্যান্ডেল ঘুরছি। হরিশংকরপুর-কড়ামনুরাজ থেকে নোনাতলা। অনেক পুজো হবে। এবার মাইকের দাপট নেই বললে হয়। অবশ্য মগরাহাট থানা থেকে মাইকিং করেছিল যেন কোন পুজো কমিটি মাইক ব্যবহারে শব্দ লিমিট ক্রস না করে । শান্তি, শৃঙ্খলা বজায় রেখে শান্তিতে ঠাকুর দেখা যায়। কলকাতার মতো ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে হয় না । এখানে কোনও প্রচার নেই, বিজ্ঞাপন নেই, কোন বিতর্কও নেই। সবকিছু নিঃশব্দ, নীরবে, সুচারুভাবে, নিষ্ঠার সঙ্গে পালিত হয়। গ্রামের পুজো গ্রামের মতো মনোজ্ঞ ও মনোরম। আমাদের পুজো আমাদের গর্ব, আমাদের আনন্দ। এখন খুব গরম। আকাশ কখনও-কখনও আওয়াজ করে ভয় দেখাচ্ছে । রাতের দিকে বৃষ্টি আসবে । সুরে, ছন্দে, গানে পুরোহিতের মন্ত্রোচারণে মোহিত হয়েছি। প্রতিমা দেখে, প্রণাম করে ফিরে এলাম বাড়িতে। এভাবে কোজাগরী পূর্ণিমাও যাবে। আশা, বন্যার্তের সকল দুঃখের অবসান ঘটিয়ে, একরাশ আনন্দ দান করে মা বিদায় নেবেন অশ্রু বিসর্জিত অথচ আনন্দঘন মুহূর্তে। আসছে বছর আবার হবে।

—সুবল সরদার, মগরাহাট, দক্ষিণ ২৪ পরগনা

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

বাংলার শ্রেষ্ঠ উৎসবে মমতা-ছোঁয়া বাঙালিয়ানা

বাংলার নীল-সাদা আঁকিবুকি শরৎ আকাশে, ঘাসফুলের হাত ধরে কাশফুল হাসে। আর সেই প্রাণোৎসবের প্রাণকেন্দ্রে সর্ব অর্থে বিরাজিত নারী-শক্তি। এই উপস্থিতির তাৎপর্য বিশ্লেষণে **চিরঞ্জিৎ সাহা**

বাদশা আকবর আর হরিপদ কেরানির বিভেদ মোছার ঐতিহাসিক মাহেন্দ্রক্ষণ হিসেবে স্মরণীয় হয়ে থেকে গেল এ বছরের শারদীয়া দুর্গোৎসব। আভিধানিক 'সর্বজনীন' শব্দটিকে সামাজিক এবং বাস্তবিক ভিত্তিতে জনজীবনে মিশিয়ে দেওয়ার আশ্চর্য প্রদীপ যেন এতদিন অপেক্ষায় ছিল সেই আলাদিনেরই। কলকাতার কর্পোরেট মণ্ডপের সীমা ছাড়িয়ে চুঁইয়ে পড়া অর্থনীতির কল্যাণে দুর্গাপুজো সত্যিই আজ গ্রাম-বাংলার প্রতিটি নিম্নমধ্যবিত্ত বাঙালি ঘরের উৎসব। এই বাংলার জনমানসে উচ্ছ্বাসের আজ নতুন স্লোগান— 'নীল-সাদা আঁকিবুকি শরৎ আকাশে, ঘাসফুলের হাত ধরে কাশফুল হাসে।' উৎসব, উদযাপন, উপার্জন ও উন্নয়ন— মানুষের ভাল থাকার চারটি স্তম্ভের পুনর্নির্মাণে আটপৌরে এক নারীর হাত ধরে অভিনব জনকল্যাণমূলক অর্থনৈতিক বিপ্লবের সাক্ষী হয়ে থাকল গোটা বিশ্ব। জিতল বাঙালিয়ানা। চিৎকার করে গোটা দুনিয়া বলছে — 'What Bengal thinks today, India thinks tomorrow.' একটা ধর্মীয় পুজোকে আন্তর্জাতিক হেরিটেজের পর্যায়ে উন্নীত করে কীভাবে অর্থনীতির চাকায় ত্বরণ আনতে হয়, তা গোটা বিশ্বকে আবারও দেখিয়ে দিল পশ্চিমবঙ্গ। সৌজন্যে সত্তরের এক সংগ্রামী, লড়াকু নারী।

বিরোধীদের ব্যঙ্গবিদ্রুপ, আর্থিক শ্রদ্ধাঞ্জলিকে 'ভাতা' হিসেবে দাগিয়ে দেওয়ার নেতিবাচক রাজনীতিকে উপেক্ষা করেই বাংলার প্রায় ৪৫ হাজার পুজো কমিটির হাতে শারদ শ্রদ্ধাঞ্জলিরূপে এক লক্ষ দশ হাজার টাকা করে তুলে দিয়েছিলেন এই বাংলার ঘরের মেয়ে মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আর তার সুফল মিলল হাতেনাতে। মা দুর্গার আগমনীবার্তা ধ্বনিত হতেই উচ্ছ্বাসে উদ্বেল হয়ে উঠেছিল লিলুয়ার লাইটকাকু থেকে ঢাপাইডাঙার ঢাকভাইপো। পাড়ার প্যান্ডেলে অষ্টমীর পরিবর্তে এবার মধ্যাহ্নভোজের মহোৎসব চলেছে তিনদিন ধরে। মুখের হাসি চওড়া হয়েছে বাজারের সবজিদাদা থেকে মুদিখানার জেঠু কিংবা কানাগলিতে ডেকরেটর্সের নতুন দোকান খোলা ভাইটির। সেই টাকাই ঘুরপথে আবার বাজারে এসে মণ্ডপের পাশের ঘুগনি, চাউমিন কিংবা মোমোর স্টলকে দাঁড় করিয়েছে শক্ত আর্থিক পরিকাঠামোয় অর্থাৎ অর্থনৈতিক প্রগতির রিলে রেসের ব্যাটনটা ঘুরছে এখন সবার হাতেই। সার্থক তাই দিদির স্বপ্নের মডেল— 'এগিয়ে বাংলা।' প্রাক্‌পুজো বিক্রিবাট্টা মারকাটারি ইনিংসে শুরুতেই জানান দিয়েছিল, অর্থনৈতিক চক্রকে অব্যাহত রাখতে দুর্গোৎসবকে সুচারুভাবে কার্যকরী করে তোলার পরিকল্পনা নিঃসন্দেহে মুখ্যমন্ত্রীর উর্বর মস্তিষ্কের জনকল্যাণমুখী এক সফল ফসল। সংগঠিত খুচরা বিক্রেতারা ২০২৪ সালের তুলনায় দ্বিগুণ রাজস্ব বৃদ্ধির কথা জানিয়েছেন সানন্দে। উচ্ছ্বাসের স্বরে অ্যাক্রপলিস মলের এক কর্মকর্তা 'চমৎকার ভিড় এবং বিক্রি'র কথা স্বীকার করেছেন নির্দ্বিধায়। তৃপ্তির রেশ ধরা পড়েছে মার্লিন কর্পোরেট গ্রুপের জেনারেল ম্যানেজার (রিটেইল অ্যান্ড হসপিটালিটি) শুভদীপ বসুর গলাতেও— 'গত বছরের তুলনায় খুচরো বিক্রেতারা দ্বিগুণ অঙ্কের ব্যবসায়িক বৃদ্ধির কথা জানিয়েছেন। গয়না বিক্রি প্রায় ২৫ শতাংশ, জুতো ২০ শতাংশ, পোশাক ২২ শতাংশ এবং খাদ্য ও পানীয় বিক্রি প্রায় ১৮ শতাংশ বেড়েছে।' সাউথ সিটি মলের দায়িত্বপ্রাপ্ত একজন কর্মকর্তা

স্বস্তির সঙ্গে স্বীকার করেছেন, 'প্রায় সবাই তাদের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করেছে। আর্থিক বৃদ্ধি ১০-১৫ শতাংশের মধ্যে। পঞ্চমী এবং ষষ্ঠী উইক এন্ডের সাথে মিলে যাওয়ায়, পুজোর মরশুম এবার শুরু হয়েছে খানিক আগেই এবং তাতে বেড়েছে বিক্রি।' অর্থাৎ কোথাও গিয়ে মা দুর্গা যেন দু'হাত ভরে আশীর্বাদ করেছেন অষ্টমী তিথিতে জন্ম নেওয়া তাঁর আটপৌরে কন্যাকে। প্রমাণিত হয়েছে, যুগে যুগে কালে কালে নিঃস্বার্থ মানবদরদি মহাত্মাদেরই সদা সাথ দিয়ে এসেছে ভাগ্য।

কৌশলগত অভিনবত্বে চাঙ্গা এবার ই-কমার্সও। সমস্ত অনলাইন প্ল্যাটফর্ম মিলিয়ে সার্বিক বিক্রি বৃদ্ধির পরিমাণ গত বছরের তুলনায় প্রায় চারগুণ। প্রিমিয়াম স্মার্টফোন এবং টিভি কোম্পানিগুলির অর্ডারের তালিকাতেও ঘুরপথে বর্ষিত হয়েছে মমতাময়ী আশীর্বাদ। অটোমোবাইল ব্যবসাতেও শারদীয়ায় যোগ হয়েছে এক নতুন মাত্রা।

রাজ্য সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী, এই বছর বিদ্যুতের চাহিদা ১২,০৫০ মেগাওয়াট ইতিমধ্যেই ছুঁয়ে ফেলেছে, যেখানে গত বছর উৎসবে সর্বোচ্চ চাহিদা রেকর্ড করা হয়েছিল ৯,৯১২.৭১ মেগাওয়াট অর্থাৎ সার্বিক প্রগতির প্রতিচ্ছবি যেন প্রদর্শিত হয়েছে দুগ্গামায়ের দর্পণে। পুজো কমিটিগুলি বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রেও তাদের খরচের পরিমাণ বাড়িয়েছে বহুগুণ, বিজ্ঞাপন সংস্থার কর্মকর্তারা জানিয়েছেন যে, শহরের হোর্ডিংয়ের জায়গাগুলি এবছর অনেক আগে থেকেই বুক করা হয়েছিল। পাশাপাশি প্রতিটি পুজো বারোয়ারি স্পন্সরশিপ ফি বিগত বছরগুলির তুলনায় ১৫ শতাংশেরও বেশি বৃদ্ধি করেছে এবং তাতে রাজি হয়েছে কর্পোরেট সংস্থাগুলিও। পশ্চিমবঙ্গের দুর্গাপুজো ২০২৫ সালে অর্থনীতি দৃঢ়ভাবে পুনরুদ্ধার করেছে, গতবারের আকস্মিক পতনের পর বিগত বছরের তুলনায় আনুমানিক ১০-১৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় ৪৬,০০০-৫০,০০০ কোটি টাকার ম্যাজিক মার্জিনে পৌঁছেছে বলে জানিয়েছেন স্টেকহোল্ডাররা। তাঁদের দাবি— সরকারি অনুদান, উচ্ছ্বসিত কর্পোরেট স্পনসরশিপ, শপিং মলে সুস্থ দর্শক সমাগম, ভোগ্যপণ্যের উপর ক্রমবর্ধমান ব্যয় এবং মানুষের মধ্যে ইতিবাচক মনোভাবই এই অর্থনৈতিক বৃদ্ধির প্রধান কারণ। ২০১৯ সালের ব্রিটিশ কাউন্সিলের একটি প্রতিবেদনে বাংলায় পুজো-সংশ্লিষ্ট সৃজনশীল শিল্পের পরিমাণ ৩২,৩৭৭ কোটি টাকা বলে অনুমান করা হয়েছিল, যা আজ ইতিমধ্যেই ৫০০০০ কোটির বর্ডার লাইন পার করেছে। সুদক্ষ বিশ্লেষক এবং শিল্পের অভ্যন্তরীণ ব্যক্তিরা অনুমান করেছেন 'পুজো-পরবর্তী পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাবের পরও সামগ্রিক পুজোর বাজার ন্যূনতম ৫০,০০০-৬০,০০০ কোটি টাকার মধ্যে নিশ্চিতভাবেই থাকবে, যা কর্পোরেট সংস্থাগুলিকে আবারও স্পনসরশিপ অফার করতে উদ্বুদ্ধ করবে এবং ভোগ্যপণ্যের উপর বিবেচনামূলক ব্যয় তীব্রভাবে বৃদ্ধি পাবে।' ইউনেস্কো কর্তৃক ব্যতিক্রমী সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য হিসেবে স্বীকৃত শারদীয়া দুর্গোৎসব বাংলার জন্য একটি প্রধান অর্থনৈতিক চালিকাশক্তি হিসেবে ইতিমধ্যেই প্রমাণিত যা এবার খুচরো, আতিথেয়তা, পরিবহণ এবং হস্তশিল্প খাতের বিকাশ ঘটিয়ে ব্যবসায়িক কার্যকলাপের যথোপযুক্ত বাস্তবায়নের মাধ্যমে জিডিপির কমপক্ষে এক তৃতীয়াংশ অবদান রেখেছে। অর্থাৎ সব মিলিয়ে ২০২৫-এর শারদোৎসব যেন সামগ্রিকভাবে এক শক্ত ভিতের ওপর দাঁড় করিয়ে দিয়ে গেল বাংলার অর্থনীতিকে।

বাঙালি উৎসবপ্রেমী। সময়ের নিয়ম মেনে প্রতিবছর শরতের আকাশ পেঁজা তুলোয় রাঙিয়ে মর্ত্যলোকে আসবেন উমা। বঙ্গদেশ মেতে উঠবে বাঙালিয়ানার উচ্ছ্বাসে। কিন্তু শহরকেন্দ্রিক এক উৎসবকে আমজনতার উপার্জনের উদযাপন হিসেবে সত্যিই সর্বজনীন করে দিলেন আটপৌরে এক নারী। উৎসবের সাথে উপার্জনকে যদি সম্পৃক্ত না করা যায়, তা হলে তা হারায় নিজস্ব কৌলিন্য ও গ্রহণযোগ্যতা; তখন উচ্ছ্বাসে আর প্রাণ থাকে না। ত্রিশূল হাতে বুদ্ধিদীপ্ত পন্থায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দেখিয়ে দিলেন গ্রামবাংলার দারিদ্র্য দমনের এক আদর্শ কৌশল। মমতাময়ী মায়ের দেখানো পথ ধরেই এই বাংলায় আগামীতে শুধু কলকাতা নয়, কাকদ্বীপ থেকে কাঁকসা— থাকবে মায়ের আবাহনের অপেক্ষায় আর এখানেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৌরোহিত্যের সার্থকতা— যেখানে গ্রাম-শহর, জাতি-ধর্মের ভেদাভেদ ভুলে একসাথে ঢাকের তালে ধুনুচি হাতে কোমর দোলায় গোটা বাংলা।

রাজ্য

মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে উত্তরবঙ্গে দুর্গতদের পাশে অরূপ-গৌতমরা

■ বন্যা-কবলিত ময়নাগুড়িতে দুর্গতদের সঙ্গে কথা বলছেন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। রয়েছেন গৌতম দেব ও অন্যেরা। সোমবার।

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি : অতিবৃষ্টি ও ভুটানের সীমাহীন জল ছাড়ার কারণে উত্তরবঙ্গের ভয়াবহ বন্যা-পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়াতে জনপ্রতিনিধিরা ছুটে যাচ্ছেন দুর্গত এলাকায়। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ মেনেই মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস এবং শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব এদিন জলপাইগুড়ির ময়নাগুড়ি ও ধূপগুড়িতে বন্যা-কবলিত দুর্গত মানুষের পাশে দাঁড়ান।

মুখ্যমন্ত্রী নিজে নাগরাকাটা-সহ ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় গিয়ে দুর্গত পরিবারকে আর্থিক সাহায্য ও নতুন ঘরবাড়ির প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তাঁর নির্দেশে মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসও কলকাতা থেকে ছুটে আসেন উত্তরবঙ্গে বন্যাবিধ্বস্তদের পাশে দাঁড়াতে। সোমবার প্রথমে তিনি পৌঁছে যান ময়নাগুড়ির বন্যা-কবলিত এলাকায়। সেখানকার ত্রাণ শিবির ঘুরে দেখেন এবং সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলে তাঁদের সমস্যার খোঁজ নেন। ময়নাগুড়ি থেকে সোজা ধূপগুড়িতে এসে উপস্থিত হন তিনি। ধূপগুড়ি মহকুমার গধেয়ারকুঠি গ্রাম পঞ্চায়েতের জলঢাকা নদীর ভাঙনে প্লাবিত বিস্তীর্ণ অঞ্চল ঘুরে দেখেন মন্ত্রী। বগরিবাড়ি রিলিফ ক্যাম্পে গিয়ে দুর্গতদের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ কথা বলেন। মহিলারা মন্ত্রীর সামনে কান্নায় ভেঙে পড়েন। তাঁদের সান্ত্বনা দেন মন্ত্রী এবং সেখানেই দুর্গতদের সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ফোনে কথা বলান। মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস আশ্বাস দেন, দিদি প্রতিটি এলাকার খবর রাখছেন। তাঁর নির্দেশে আমরা মাঠে নেমেছি। একটিও পরিবারকে অসহায় থাকতে দেব না। সরকারি সবরকম সাহায্য খুব দ্রুত পৌঁছে যাবে। এদিন তাঁর সঙ্গে ছিলেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব, ধূপগুড়ির বিধায়ক অধ্যাপক নির্মলচন্দ্র রায়, ধূপগুড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সভাধিপতি অর্চনা সূত্রধর, জেলা তৃণমূল সাধারণ সম্পাদক রাজেশ কুমার সিং এবং ধূপগুড়ি মহকুমা শাসক পুষ্পা দোলমা লেপচা। প্রশাসনিক আধিকারিক ও তৃণমূল নেতৃত্বও উপস্থিত ছিলেন দুর্গতদের পাশে দাঁড়াতে। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে দুর্গত মানুষদের থাকা-খাওয়া, জামা-কাপড়, বাচ্চাদের দুধ ও ওষুধের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেসব ঠিকঠাক বন্টন হচ্ছে কি না খতিয়ে দেখেন মন্ত্রী।

বন্যায় ভেসে গিয়েছে নথি, তৈরির নির্দেশ

প্রতিবেদন : অতিবৃষ্টিতে ফুঁসে ওঠা নদীর জলে ভয়াবহ বন্যাপরিস্থিতি উত্তরবঙ্গে। সেই বন্যায় ভেসে গিয়েছে সবকিছুই। প্রয়োজনীয় নথিও হারিয়েছেন দুর্গতরা। সোমবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উত্তরবঙ্গের ডুয়ার্সে ত্রাণশিবিরে এসেই এই মর্মে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিলেন জেলাশাসকদের।

এদিন বন্যাদুর্গতদের পাশে দাঁড়িয়ে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী। প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেন প্রশাসনিক অধিকর্তাদের। ত্রাণশিবিরে মুখ্যমন্ত্রীকে কাছে পেয়েই বন্যায় দুর্দশাগ্রস্ত মানুষরা প্রথম সমস্যা হিসেবে তুলে ধরেন তাঁদের জরুরি নথিপত্র ভেসে যাওয়ার কথা। আর তা শোনামাত্রই মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশ দেন, বন্যার জলে বহু মানুষের নথিপত্র ভেসে গেছে বা নষ্ট হয়েছে। তাই আজ থেকেই জেলার বিভিন্ন জায়গায় ক্যাম্প করে দুর্গতদের নতুন নথিপত্র তৈরি করে দেওয়ার কাজ শুরু করুন জেলাশাসকরা। মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্টভাবে জানান, কেউ যেন কোনও ধরনের হয়রানির শিকার না হন, সে বিষয়ে প্রশাসনকে বিশেষভাবে নজর রাখতে হবে। পাশাপাশি পুলিশ প্রশাসনকেও পুরো পরিস্থিতি নজরে রাখার নির্দেশ দেন তিনি।

দুর্গতদের জন্য তৃণমূলের আইটি হেল্পডেস্কের নম্বর

প্রতিবেদন : প্রবল বর্ষণে বিপর্যস্ত উত্তর। দার্জিলিং, আলিপুরদুয়ার, কালিম্পং-সহ উত্তরের বিভিন্ন জেলা বিধ্বস্ত। সোমবার উত্তরবঙ্গে পৌঁছে বিভিন্ন ত্রাণশিবির ঘুরে দেখে মৃতদের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রবিবার থেকেই ক্ষতিগ্রস্তদের উদ্ধারে নেমেছে স্থানীয় প্রশাসন। এবার সমাজমাধ্যমে উত্তরবঙ্গের তৃণমূল আইটি সেলের হেল্পডেস্কের নম্বর শেয়ার করেছেন আইটি সেল প্রধান দেবাংশু ভট্টাচার্য। তিনি লিখেছেন, প্রশাসন, ডাক্তার ও বিভিন্ন প্রয়োজনীয় অংশের সাথে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য আইটি সেলের পক্ষ থেকে উত্তরবঙ্গের বন্যাদুর্গতদের জন্য কমিউনিকেশন ডেস্ক। বিভিন্ন জেলায় তৃণমূল আইটি হেল্পডেস্ক খুলে নম্বর দেওয়া হয়েছে। দার্জিলিং (পাহাড়)-এর জন্য নম্বর ৭৫৫১৮ ৪২৩১৫, ৮৯১৮৮ ৭৩৩১৫, ৭৩৬৪০ ৩৯৬০২। দার্জিলিং (সমতল)-এর জন্য নম্বর ৭৯০৮৯ ৮৫৯১০, ৯৬১৪১ ২২২৬৬, ৮০১৬৫ ৭৯৫৬০। জলপাইগুড়ির নম্বর ৬২৯৬৬ ০৩৪৬৭, ৯৯৩৩১ ৫৩৪৯১, ৮১৬৭৭ ৩৫০৩০। আলিপুরদুয়ারের জন্য ৯৮০০৪ ৪৬৭৬৪, ৭০৯৮২ ৭০৯০২, ৯৩৮২৬ ৮৯১৪৭। কোচবিহারের নম্বর ৭৬৭৯১ ৩৩২৭৮, ৮০১৬৫ ৩৩৭৩৮, ৬২৯৪৪ ৩৮৫৫৭। এবং উত্তর দিনাজপুরের জন্য নম্বর ৯৯৩২৮ ৪০১২৯।

বন্যাবিধ্বস্ত জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যান পরিদর্শন বনমন্ত্রীর

■ জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যান পরিদর্শনে বনমন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা।

সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার : উত্তরবঙ্গের বন্যাবিধ্বস্ত জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যান ও হলং নদীর সেতু পরিদর্শন করলেন বনমন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে সোমবার পরিস্থিতি দেখতে হাসিমারা বায়ুসেনা ছাউনিতে আকাশ পথে নামেন তিনি। তারপর সড়ক পথে জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা ও জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যান সংলগ্ন সরকারি টুরিস্ট লজের প্রবেশ পথের ভেঙে যাওয়া কাঠের সেতু পরিদর্শন করেন বনমন্ত্রী।

সেতুটি নির্মাণের বিষয়ে তিনি বলেন, দ্রুত হবে। বন দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, এই মুহূর্তে চারটি গন্ডার জলদাপাড়া সংলগ্ন বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাঁদের উদ্ধার করার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে বনকর্মীরা। সমস্ত বিষয় দফতরের কর্মীরা পর্যবেক্ষণ করছেন, এখনও জঙ্গলের ভেতর বহু জায়গায় পৌঁছানো যায়নি, জল কমলে সেই সব জায়গার ক্ষয়ক্ষতি খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এছাড়াও আগুনে পুড়ে যাওয়া হলং বন বাংলোর বিষয়ে তিনি জানান, এখানকার মানুষজন মন থেকে চাইলেই খুব তাড়াতাড়ি হলং বনবাংলো তৈরি হয়ে যাবে। পর্যটনও শুরু পর্যটন দফতর ও বন দফতর সমন্বয় করে কাজ করবে। তাঁর আরও সংযোজন, বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত বন্যপ্রাণের খবর নিতেই তিনি এসেছেন। একটি গন্ডার গরুমারা ও একটি গন্ডার জলদাপাড়ায় মারা গিয়েছে। মন্ত্রী বলেন, তিনি চাইছেন মানুষ পুরোনো জায়গায় ফিরে যাক, সব কিছু ঠিকঠাক হয়ে যাবে।

আজ ও কাল ভরা জোয়ার, সতর্কবার্তা

প্রতিবেদন : প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিপর্যস্ত উত্তরবঙ্গ পরিদর্শনে গেলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার কলকাতা বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি মঙ্গল ও বুধবারের ভরা জোয়ার নিয়ে সতর্ক করেন সাধারণ মানুষকে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আগামী ৭ ও ৮ তারিখ হাই-টাইড আছে। সাবধানে থাকবেন। এমনিতেই ডিভিসি পাঞ্চেত ও মাইথনের জল ছাড়ার জন্য মেদিনীপুর, ঘাটাল, বাঁকুড়ার অনেক জায়গায় জল জমেছে। ওগুলো লো-ল্যান্ড। অনেকবার বলেও যখন কেন্দ্র ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান করল না, সেটা আমরাই করছি। কিন্তু মাস্টারপ্ল্যান হলেও ডিভিসি যতদিন এভাবে জল ছাড়বে ততদিন আমাদের বিকল্প ব্যবস্থা করতে হবে।

ডিভিসিকে তোপ

এদিকে, ভুটান সরকার আমাদের চিঠি দিয়ে দুঃখপ্রকাশ করেছে। আমরা ওদের একটু আস্তে জল ছাড়তে বলেছিলাম। একটা জল যখন ছাড়ে আসতে দু-তিনদিন সময় লাগে। এমনিতেই যা ছেড়েছিল তাতে নাগরাকাটা পুরো ডুবে গিয়েছে। ধূপগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, মাটিগাড়া, মিরিক, দার্জিলিংয়ের খুব খারাপ অবস্থা। সবথেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে মিরিক আর নাগরাকাটা। ওদিকে কালিম্পং বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে।

রাজ্য
7 October, 2025 • Tuesday • Page 6 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

নাগরাকাটায় আশ্রয়কেন্দ্রে বন্যাদুর্গতরা

উত্তরবঙ্গে কমিউনিটি কিচেন চালু পুলিশের

প্রতিবেদন : উত্তরের বিপর্যস্ত মানুষের পাশে দাঁড়াতে কমিউনিটি কিচেন চালু করল পুলিশ। মিরিক থেকে নাগরাকাটা পর্যন্ত চালু করা এই কিচেনগুলিতে বন্যাদুর্গত মানুষেরা পেট ভরা খাবার পাচ্ছেন। রাজ্য পুলিশের তরফে স্বতঃপ্রণোদিত এই উদ্যোগ। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। এক্স হ্যান্ডেলে ছবি পোস্ট করে তিনি লিখেছেন, অতিবৃষ্টি ও ধসে দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতিতে মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে পুলিশ-প্রশাসন তা প্রশংসাযোগ্য। দিনরাত উদ্ধারকাজ চালিয়ে যাচ্ছে। মানুষের মুখে অন্ন তুলে দিচ্ছে। অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাজ চালিয়ে যাচ্ছে পুলিশ ও প্রশাসনের কর্মীরা। সোমবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন,

পুলিশের তরফে মিরিক থেকে নাগরাকাটা পর্যন্ত কমিউনিটি কিচেন চালু করা হয়েছে। ডিজিপি সেখানে গিয়েছেন, মুখ্যসচিবও আমার সঙ্গে রয়েছেন। অরূপ বিশ্বাস ও গৌতম দেব গিয়েছেন ধূপগুড়ি। রাস্তাগুলি প্লাবিত, বিডিও অফিস ও থানাগুলি পর্যন্ত জলে ডুবে। তবুও আমরা চা-বাগান পর্যন্ত গিয়ে পরিবারগুলির সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করব। কলকাতায় এ কথা বলে গিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। কার্যক্ষেত্রে দুর্গত ও ক্ষতিগ্রস্থ এলাকা চষে বেড়িয়েছেন তিনি। তার সঙ্গে পুলিশ ও প্রশাসনিক আধিকারিকরাও দুর্গত মানুষের পাশে দাঁড়াচ্ছেন সাধ্যমতো।

সেতু ভেঙে কারও মৃত্যু হয়নি সাফ জানিয়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী

প্রতিবেদন : পাহাড়ে অতিবৃষ্টির জেরে প্রবল ধসে ভেঙে পড়েছিল মিরিকের লোহার সেতু। সেই সেতু ভেঙে অনেকের মৃত্যু হয়েছিল বলে সোশ্যাল মিডিয়ায় দাবি করেছিল বিরোধীরা। এমনকী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও এক্স বার্তায় জানিয়েছিলেন সে কথা। সোমবার উত্তরবঙ্গে দুর্গত এলাকা পরিদর্শনে এসে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তার পাল্টা দিলেন। সাফ জানিয়ে দিলেন, সেতু ভেঙে কারও মৃত্যু হয়নি। প্রবল দুর্যোগে ধস নেমে এবং বন্যাকবলিত হয়ে মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে।

সোমবার বন্যাপরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রধানমন্ত্রী মোদির এক্স বার্তার পর ২৪ ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই মুখ্যমন্ত্রী জানিয়ে দেন, সেতু ভেঙে কেউ মারা যাননি। আপনারা যা শুনেছেন, তা সত্য নয়। কেউ ভুল তথ্য দিয়েছেন। দুর্যোগের কারণে উত্তরবঙ্গে যে সেতুগুলি ভেঙেছে, তা আবার তৈরি করে দেওয়া হবে। যে সেতুগুলি ভেঙেছে, সেগুলি ছোট। আমাদের মিরিক সেতু নির্মাণ করতে হবে। এই সেতু তৈরি করতে অন্তত এক বছর সময় লাগবে। আপাতত, একটি অস্থায়ী সেতু তৈরি করা হচ্ছে। তবে সেই সেতুও তৈরি করতে ২০ দিন সময় লাগবে। আজ

মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রী মিরিক পরিদর্শনে যাবেন।

সেতু ভাঙার জবাব দেওয়ার পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী আবার একবার ইন্দো-ভুটান নদী কমিশনের দাবিও জানান। তিনি বলেন, এ-ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীকে চিঠিও লেখা হয়েছে। কিন্তু কোনও জবাব মেলেনি। তাঁর কথায়, এই ইন্দো-ভুটান নদী কমিশন না হলে এর ফল ভুগতে হবে উত্তরবঙ্গকে। কেন ইন্দো-ভুটান নদী কমিশনের প্রয়োজন, এদিন তার ব্যাখ্যাও দেন মুখ্যমন্ত্রী।

দড়িতে ঝুলে চিকিৎসক পিএইচএ সদস্য

প্রতিবেদন: বিপর্যস্ত উত্তরবঙ্গে এখন জোরকদমে চলছে ত্রাণ ও উদ্ধার কাজ। তদারকি করছেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী। সোমবার নাগরাকাটায় যান তিনি। আজ মঙ্গলবার তাঁর গন্তব্য মিরিক। তার নির্দেশে পুলিশ, প্রশাসন, বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী নেমে পড়েছে উদ্ধারকাজে। তৃণমূল কর্মী, সমর্থকরাও যে যার মতো দুর্গতদের পাশে দাঁড়িয়েছেন। পিছিয়ে নেই পিএইচএ বা তৃণমূলের চিকিৎসক সংগঠন প্রোগ্রেসিভ হেল্থ অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরাও। সংগঠনের রাজ্য কমিটির সদস্য তথা নাগরাকাটার বিএমওএইচ ডাঃ মোল্লা ইরফান হোসেন এই দুর্যোগের মধ্যে বিপদের ঝুঁকি নিয়ে রোগীদের চিকিৎসা পরিষেবা দিচ্ছেন। সংগঠনের সদস্যা অর্পিতা রায়ের এ সংক্রান্ত একটি পোস্ট এরই মধ্যে সোশ্যাল মিডিয়ায় নজর কেড়েছে। সেখানে দেখা যাচ্ছে ডাঃ হোসেন বিপর্যয়ের জেরে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন বামনডাঙ্গাতে (তান্ডু) এনডিআরএফের সহায়তায় দড়িতে ঝুলে মেডিক্যাল ক্যাম্প করতে যাচ্ছেন। ডাঃ হোসেনের এই ছবি দেখে কর্তব্যবোধ মুগ্ধ করছে সকলকে।

নিখোঁজ মা

(প্রথম পাতার পর)

সতর্ক করে বলেন, অবিলম্বে যেন তাঁরা সরকারের তৈরি ত্রাণশিবিরে আশ্রয় নেন। তখনই ত্রাণশিবিরে মুখ্যমন্ত্রীকে পাশে পেয়ে ভেঙে পড়লেন অসহায় মেয়েটি। মুখ্যমন্ত্রীকে জানান বিধ্বংসী বন্যায় তার মা নিখোঁজ হয়েছে। একদিন পেরিয়ে গেলেও তার মাকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। এই কথা শোনামাত্রই মুখ্যমন্ত্রী সঙ্গে সঙ্গে প্রশাসনিক অধিকর্তাদের নির্দেশ দেন নিখোঁজ মহিলাকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব খুঁজে বার করতে হবে। এছাড়াও বন্যায় বাড়িঘর ভেসে যাওয়ার চা-বাগানবাসীদের আর্তনাদ শুনে মুখ্যমন্ত্রী তাঁদের আশ্বস্ত করেন শীঘ্রই তাঁদের বাড়ি-ঘর তৈরি করে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে। ইতিমধ্যেই মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে বন্যা-কবলিত মানুষদের খাদ্যসামগ্রী থেকে শুরু করে পোশাক ও রান্না করার সামগ্রী দিয়েছে সরকার।

অন্যদিকে, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নিজে দুর্গত অঞ্চলে উপস্থিত হয়ে যেমন ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে দাঁড়ালেন, তেমনি তাঁদের পাশে থেকে ভবিষ্যতের সুরক্ষার প্রতিশ্রুতিও দিলেন। ষাটোর্ধ্ব স্থানীয় বাসিন্দা মিগমা ওরাও বলেন, এই বিপদের দিনে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের আপনজনের মতো পাশে দাঁড়িয়েছেন। এই মানবিকতা ও দায়িত্ববোধই তাঁকে আলাদা করে তোলে। মৃত পরিবারের সদস্য নবীন ওঁরাও বলেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কথা দিয়ে কথা রাখেন। ঘোষণার করার সাথে সাথেই আমাদের হাতে টাকা তুলে দেবেন সেটা আমরা ভাবতে পারিনি। মুখ্যমন্ত্রী মানবদরদি ওঁর উপর আমাদের আস্থা আছে। উনি আমাদের ভগবান।

এছাড়াও পাহাড়ে ক্ষতিগ্রস্ত পর্যটকদের জন্য অতিরিক্ত ৪৫টি ভলভো বাস দেওয়া হয়েছে সরকারের পক্ষ থেকে তাঁদের সুরক্ষার সাথে উদ্ধার করে গন্তব্যে পৌঁছে দেওয়ার উদ্দেশ্যে। বিপর্যস্ত মানুষের কেন্দ্রের প্রতি ক্ষোভ বাড়লেও, মুখ্যমন্ত্রীর মানবিক উদ্যোগে খানিকটা হলেও স্বস্তি ফিরেছে জলপাইগুড়িবাসীর মুখে।

সপাটে জবাব মুখ্যমন্ত্রীর

(প্রথম পাতার পর)

এই ধরনের উগ্র ক্ষোভের ঘটনা ঠিক নয়। এটা বিপদের সময়। এখন সবারই সংযত থাকা উচিত। ওই ঘটনা নিয়ে তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বলেন, প্রথমেই আমরা স্পষ্ট করে বলছি, এই ধরনের কোনও হিংস্রতা, আক্রমণ বা হামলার ঘটনা তৃণমূল কংগ্রেস কোনও ভাবেই সমর্থন করে না। তবে আজ যা ঘটেছে, তা সম্পূর্ণভাবে বিজেপির নিজেদের কর্মফল। এরা সারা বছর মানুষের পাশে থাকেন না। কোনও যোগাযোগ নেই। যখন মানুষ চরম বিপদে, ক্ষতিগ্রস্ত, তখন বিজেপি নেতারা ১০টি গাড়ির কনভয় নিয়ে কেন গিয়েছিলেন? ফটোশ্যুটের জন্য? তাঁদের সঙ্গে তো কোনও ত্রাণসামগ্রী ছিল না। তাহলে এই সময় তাঁরা হঠাৎ কেন যাবেন? এর ফলে খুব স্বাভাবিক ভাবেই তাঁরা স্থানীয়দের ক্ষোভের মুখে পড়েছেন। বিপদে থাকা ক্ষুব্ধ মানুষ এই ঘটনা ঘটিয়ে ফেলেছে। এরা রাজ্যের মানুষের প্রাপ্য দেয় না। অথচ এখন গিয়েছে ছবি তুলতে! এটা বিজেপির দীর্ঘদিনের অন্যায় ও মানুষকে অবহেলার করার ফল। প্রথমে মানুষকে বঞ্চিত করে, তারপর তাদের দুঃসময়ে গিয়ে ফটোশ্যুট করা—এটাই এই বিজেপির কাজের ধারা। বাংলার মানুষ তাঁদের এই কায়দা ধরে ফেলেছে। তারই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে নাগরাকাটায়। কুণাল আরও বলেন, বিপদের সময় যখন বিজেপি নেতারা ছবি তোলার চেষ্টায় ব্যস্ত, তখন তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীরা শুরু থেকেই মাটি কামড়ে পড়ে আছেন। মানুষকে সাহায্য করে চলেছেন অক্লান্ত ভাবে। বিজেপির সোশ্যাল মিডিয়া যোদ্ধাদের মতো কেবল পোস্ট দিয়ে নয়, বাস্তবে পাশে থেকে।

মৃতদের পরিবারকে ৫ লক্ষ টাকা

(প্রথম পাতার পর)

সেইমতো নাগরাকাটায় স্বজনহারাদের হাতে চেক তুলে দেন। পরিবারের একজনকে হোমগার্ডের চাকরি দেওয়া হবে বলে জানান। এদিন, প্রথমে হাসিমারা হয়ে তারপর নাগরাকাটার যান তিনি। দুর্গত মানুষজনের সঙ্গে কথা বলেন। বিধ্বংসী বন্যায় নদীতে ভেসে গিয়ে মৃত্যু হয় নাগরাকাটার শ্যামচড়া সাউ, কস্তু লোহার, রাধিকা লোহার, শিল্পা মুন্ডা, আলিশা নাগাশিয়া (দুই মাসের শিশু সন্তান)। তাঁদের পরিবারের হাতে চেক তুলে দেন মুখ্যমন্ত্রী।

দার্জিলিংয়ের বিপর্যয়ে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে মিরিক ও নাগরাকাটা। সবচেয়ে বেশি মৃত্যুও সেখানেই। রাজ্য সরকারের কাছে এখনও পর্যন্ত ২৩ জনের মৃত্যুর হিসাব রয়েছে। তার মধ্যে ১৮ জন মিরিক-কালিম্পংয়ের, নাগরাকাটায় পাঁচজন। দুর্যোগের কারণে উত্তরে আটকে পড়েছেন বহু পর্যটক। দার্জিলিং, কালিম্পং ও মিরিকের সঙ্গে সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা কার্যত বিচ্ছিন্ন। মুখ্যমন্ত্রী জানান, এদিন ৫০০ পর্যটককে ফিরিয়ে আনা হচ্ছে।

তার জন্য উত্তরবঙ্গ পরিবহণ নিগমের বাস এবং ৪৫টি ভলভো বাসের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ডায়মন্ড হারবারের একজন নিখোঁজ রয়েছেন, বাকি সকলকেই উদ্ধার করা গিছে। ২৫০ জনকে শিলিগুড়িতে রাখার ব্যবস্থা হয়েছে। হোটেলগুলিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যাতে আটকে পড়া পর্যটকেদের কাছ থেকে কোনওরকম ভাড়া নেওয়া না হয়। এই খরচ পুরোটাই বহন করবে সরকার।

মৃতদের পরিবারকে অর্থ ও চাকরি প্রদান প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, টাকা কখনও জীবনের বিকল্প হতে পারে না। এটা আমাদের তরফ থেকে সামান্য সামাজিক কর্তব্য। স্বজনহারাদের কাউকে যাতে কারও মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে না-হয় সেজন্যই এই ব্যবস্থা। মুখ্যমন্ত্রী আশ্বস্ত করেন, পর্যটকেরা নিরাপদেই রয়েছেন। মিরিক-নাগরাকাটায় পুলিশ কমিউনিটি কিচেনের ব্যবস্থা করেছে। যাতে কারও কোনও অসুবিধা না হয় সেদিকে খেয়াল রাখছে প্রশাসন। পরিস্থিতির দিকেও নজর রেখেছে রাজ্য সরকার।

মুখ্যমন্ত্রী এদিন জানিয়েছেন, ভুটান সরকার রাজ্য প্রশাসনের চিঠির জবাবে আশ্বাস দিয়েছে যে, তারা পাহাড়ি বাঁধ থেকে জল ধীরে ধীরে নামাবে। আমরা অনুরোধ করেছিলাম, ওরা যেন ধীরে ধীরে জল ছাড়ে। সেই চিঠির উত্তরে ভুটান সরকার সাড়া দিয়েছে।

উল্লেখ্য, উত্তরবঙ্গের পাহাড় থেকে শুরু করে সমতলের বিভিন্ন জেলায় তীব্র বন্যা ও ভূমিধসের ফলে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। প্রশাসন উদ্ধার ও ত্রাণকার্য চালাচ্ছে জোরকদমে। মুখ্যসচিবকে নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী এদিন বন্যা ও ধস পরিদর্শনে যান।

অন্ধকারের মধ্যে নিজের দোকানেই দুষ্কৃতীদের ছোঁড়া গুলিতে গুরুতর জখম হলেন সেলিম খান। তাঁর বাঁ-কাঁধে গুলি লাগে। রবিবার রাতে কুলতলির জালাবেড়িয়া ১ নং পঞ্চায়েতের বৃন্দাবন খেয়া ঘাট এলাকার ঘটনা

দক্ষতা ও পারদর্শিতার সঙ্গে পরিচালিত হয়েছে দুর্গোৎসব

ধন্যবাদজ্ঞাপন মুখ্যমন্ত্রীর

প্রতিবেদন : শান্তিপূর্ণভাবে মিটল শারদোৎসব। রবিবার রেড রোডে বর্ণাঢ্য কার্নিভালের মধ্য দিয়ে এবারের মতো শেষ হল দুর্গোৎসব। কার্যত একা হাতে দশ দিক সামলে ম্যান অফ দ্যা ম্যাচ কলকাতা ও রাজ্য পুলিশ। সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা রক্ষা থেকে শুরু করে ভিড় নিয়ন্ত্রণে পুলিশ ও পুজো কমিটিগুলির যৌথ ব্যবস্থাপনায় নির্বিঘ্নে মিটছে গোটা প্রক্রিয়া। আর পুজো মিটতেই নিজের সমাজমাধ্যমে সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর কথায়, রাজ্যের পুলিশ এবং প্রশাসন, সমগ্র পুলিশ পরিবার এবং সমগ্র প্রশাসন পরিবার, সংবাদমাধ্যম, সাধারণ মানুষ, সংস্কৃতি জগৎ এবং

সমস্ত পুজো ক্লাব ও উদ্যোক্তাদের তাঁদের চমৎকার কাজ, দারুণ দক্ষতা এবং পারদর্শিতার জন্য জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ এবং আমার সর্বোচ্চ অভিবাদন। কলকাতা থেকে রাজ্যের প্রতিটি জেলা এবং ব্লক পর্যন্ত বাংলা তার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সর্বোচ্চ মান প্রদর্শন করেছে। আমার সর্বোচ্চ শ্রদ্ধা এবং আন্তরিক অভিবাদন ও ভালবাসা রইল সকলের প্রতি।

প্রসঙ্গত, পুজোয় প্রতিবারের মতোই এবারও রেকর্ড ভিড় সামলানোর পাশাপাশি শহরবাসীর নিরাপত্তার দিকেও তীক্ষ্ণ নজরদারি ছিল পুলিশ প্রশাসনের। বিশৃঙ্খলা তৈরি কিংবা ট্রাফিক আইন লঙ্ঘনের ঘটনায় সঙ্গে সঙ্গে আইনি ব্যবস্থা নিয়েছে পুলিশ। সাইবার অপরাধ নিয়েও নাগরিকদের সচেতন করেছে লালবাজার। এই প্রথম পুজোর কলকাতায় তেমন কোনও গুরুতর পথ দুর্ঘটনার ঘটনা ঘটেনি।

লক্ষ্মীপুজোয় নিজের লেখা গানে শুভেচ্ছা মুখ্যমন্ত্রীর

প্রতিবেদন : প্রশাসনিক কাজের পাশাপাশি সৃজনশীলতার দিকেও যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় রেখেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নববর্ষ, দুর্গাপুজোর পর এবার লক্ষ্মীপুজোতেও গান বাঁধলেন মুখ্যমন্ত্রী। এক্স হ্যান্ডেলে কোজাগরী লক্ষ্মীপুজোর শুভেচ্ছা জানালেন তিনি। একই সঙ্গে নিজের লেখা ও সুরে শ্রীরাধা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গাওয়া একটি গান পোস্ট করলেন সোশ্যাল মিডিয়ায়।

তিনি লেখেন, আমার লক্ষ্মী প্রতিদিনই সবারে করে আহ্বান,
আমার লক্ষ্মী ক্লান্তি ভুলে গায় জীবনেরই জয়গান।
সকলকে জানাই কোজাগরী লক্ষ্মীপুজোর আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।
এই উপলক্ষে আপনাদের সবার সঙ্গে আমার লেখা ও সুর করা এবং শ্রীরাধা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গাওয়া লক্ষ্মীপুজোর একটি নতুন গান শেয়ার করে নিচ্ছি।

■ লক্ষ্মীর আরাধনায় সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ও নয়না বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার নিজের বাড়িতে। ছবি : সুদীপ্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

■ লক্ষ্মীর আরাধনায় মন্ত্রী সুজিত বসু। সোমবার শ্রীভূমি স্পোর্টিং ক্লাবে। ছবি : শুভেন্দু চৌধুরী

সুপ্রিম নির্দেশে কাটল নিয়োগ-জট

৮ বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন উপাচার্য

প্রতিবেদন : কাটল উপাচার্য নিয়োগের জট। সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি ইউ ইউ ললিতের নেতৃত্বে গঠিত সিলেকশন কমিটি উপাচার্য পদে যেসব প্রার্থীর নামের তালিকা জমা দিয়েছে তার মধ্যে যে নামগুলি নিয়ে আপত্তি নেই সেই উপাচার্যদের আপাতত নিয়োগ করার জন্য নির্দেশ দিল সর্বোচ্চ আদালত। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় ও গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, বিশ্ববাংলা বিশ্ববিদ্যালয়-সহ মোট আটটি বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিয়োগের পথ এর মাধ্যমে খানিকটা সুগম হল বলেই মনে করা হচ্ছে।

এদিন বিচারপতি সূর্যকান্ত এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর ডিভিশন বেঞ্চে উপাচার্য নিয়োগ মামলা ওঠে। সেখানে সিলেকশন কমিটি উপাচার্য পদে সম্ভাব্য প্রার্থীদের নামের তালিকা জমা দেয়। এই তালিকাতেও বেশ কিছু নাম নিয়ে আপত্তি জানিয়েছিলেন আচার্য। কিন্তু যে-নামগুলো নিয়ে কোনওরকম সমস্যা নেই তাঁদের আপাতত নিয়োগ প্রক্রিয়া চালুর নির্দেশ দিয়েছে শীর্ষ আদালত। এই নিয়োগের মাধ্যমে পঠন-পাঠনের বিষয় যেমন সরল হবে তেমনই প্রশাসনিক কাজেও গতি আসবে বলে মনে করছে সংশ্লিষ্ট মহল। রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে রাজ্য সরকার ও রাজভবনের টানাপোড়েনের মধ্যেই মোট ৩৬টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯টিতে উপাচার্য নিয়োগের প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। বাকি ১৭টি বিশ্ববিদ্যালয়ে জট রয়ে গিয়েছিল। সেখান থেকে আটটি বিশ্ববিদ্যালয় নিয়োগের প্রক্রিয়া ফের শুরু হচ্ছে।

নবনিযুক্ত উপাচার্যদের তালিকা

- **কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় : আশুতোষ ঘোষ**
- **যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় : চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য**
- **উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় : ওমপ্রকাশ মিশ্র**
- **গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় : আশিস ভট্টাচার্য**
- **কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয় : উদয় বন্দ্যোপাধ্যায়**
- **রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয় : অর্ণব সেন**
- **সাধু রামচাঁদ বিশ্ববিদ্যালয় : চন্দ্রদীপা ঘোষ**
- **বিশ্ববাংলা বিশ্ববিদ্যালয় : আবু তালেব**

রাজ্যে কমিশনের প্রতিনিধিরা

প্রতিবেদন : জাতীয় নির্বাচন কমিশনের প্রতিনিধি দল আগামী ৮ ও ৯ অক্টোবর রাজ্যের দুই জেলায় সফর করবে। কমিশনের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, ৮ অক্টোবর উত্তর ২৪ পরগনা এবং ৯ অক্টোবর পূর্ব মেদিনীপুরে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআরের প্রস্তুতি ও অগ্রগতি খতিয়ে দেখবেন প্রতিনিধিরা। এই দলের নেতৃত্বে থাকবেন ডেপুটি ইলেকশন কমিশনার জ্ঞানেশ ভারতী। তাঁর সঙ্গে থাকবেন সীমা খান্না, ডিরেক্টর জেনারেল (আইটি) এবং কমিশনের অন্য আধিকারিকরা। দুই জেলার বৈঠকে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজকুমার আগরওয়ালও উপস্থিত থাকবেন। ৮ অক্টোবর দুপুর আড়াইটে উত্তর ২৪ পরগনার রাজারহাট জেলা পরিষদ অডিটোরিয়ামে প্রথম বৈঠক হবে। রাজারহাট নিউ টাউন ও রাজারহাট গোপালপুর বিধানসভা কেন্দ্রের নির্বাচনী আধিকারিক, এডিএম (ইলেকশন), ওসি (ইলেকশন), ইআরও, এইআরও, সুপারভাইজার ও বিএলওরা সেখানে উপস্থিত থাকবেন। ওইদিন সন্ধ্যায় বারাসত কালেক্টরেটে জেলার পদস্থ আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করবেন কমিশনের প্রতিনিধিরা।

নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের আর্জি

প্রতিবেদন : প্রাথমিকে ১৩ হাজার ৪২১টি শূন্য পদে শিক্ষক নিয়োগের প্রক্রিয়ায় সুযোগ দেওয়ার আর্জি জানিয়ে মামলা দায়ের হল কলকাতা হাইকোর্টে। এ-নিয়ে হাইকোর্টের অবকাশকালীন বেঞ্চের দ্বারস্থ ২০১৭ ও ২০২২ সালের প্রাথমিক টেটের অনুত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীরা। আগামী ৯ অক্টোবর এই মামলার শুনানি হতে পারে। কয়েকদিন আগে প্রাথমিকে শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি জারি করে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ। পুজো মিটলেই নিয়োগ শুরু করা হবে। এই নিয়োগে সুযোগ দেওয়ার আর্জি জানিয়ে এবার হাইকোর্টের অবকাশকালীন বেঞ্চের দ্বারস্থ হয়েছেন ওই দুই বছরের টেটের অনুত্তীর্ণ কিছু পরীক্ষার্থী।

ছত্তিশগড়ে মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় মৃত্যু ডানকুনির ৫ পর্যটকের

সংবাদদাতা, হুগলি : ডানকুনি শ্রীরামকৃষ্ণ বিদ্যাশ্রম উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষিকা সপরিবার পুজোর ছুটিতে বেড়াতে গিয়েছিলেন। রবিবার বিকেলে ছত্তিশগড়ের কানহা ন্যাশনাল ফরেস্ট ঘুরে বিলাসপুর স্টেশন যাওয়ার পথে জাতীয় সড়কে তাঁদের এসইউভি গাড়ির সঙ্গে একটি ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। গাড়িতে চালক-সহ মোট দশজন ছিলেন। তাঁদের মধ্যে পাঁচজনের মৃত্যু হয়েছে। বাকিদের চিকিৎসা চলছে স্থানীয় একটি বেসরকারি হাসপাতালে। শ্রীরামপুরের বাসিন্দা মুনমুন বাগ আর তাঁর ছেলে ছিলেন পর্যটক-দলে। মুনমুন ডানকুনির শ্রীরামকৃষ্ণ বিদ্যাশ্রম স্কুলের শিক্ষিকা। তাঁর স্বামী দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে রওনা দিয়েছেন। হুগলি জেলা পরিষদের শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ সুবীর মুখোপাধ্যায়ের বাড়ির কাছে ওই স্কুল। সুবীরবাবু স্কুলের প্রধান শিক্ষিকার সঙ্গে কথা বলেন। হুগলি ডিআই এবং অতিরিক্ত জেলাশাসক (উন্নয়ন)-এর সঙ্গেও কথা বলে দুর্ঘটনাগ্রস্ত শিক্ষিকাদের সবরকম সাহায্যের আশ্বাস দেন। তিনি বলেন, খুবই মর্মান্তিক ঘটনা। ছত্তিশগড়ে যে কোনওরকম সাহায্যের প্রয়োজন হলে আমাদের সাংসদ আছেন তিনি সব ব্যবস্থা করবেন। এই ঘটনা শুনে সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, তাঁর সঙ্গে চিফ সেক্রেটারির কথা হয়েছে। বিষয়টি তিনি দেখছেন।

■ হাওড়া কদমতলা সিটিএসসি-র ৬৫তম বর্ষের কালীপুজো উপলক্ষে খুঁটিপুজোয় প্রাক্তন মেয়র পারিষদ দিব্যেন্দু মুখোপাধ্যায়।

■ খালনার আমরা সবাই ক্লাবের লক্ষ্মীপুজোর উদ্বোধনে পূর্তমন্ত্রী পুলক রায়। ছিলেন স্থানীয় বিধায়ক সুকান্ত পাল-সহ অন্যেরা।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমার বাংলা

7 October, 2025 • Tuesday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in

বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দিলেন হাজার কর্মী

সংবাদদাতা, রায়গঞ্জ : বিজয়া সম্মিলনীর মঞ্চ থেকেই বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগ হাজার কর্মীর। ২৬শের আগে বিজেপি দলে বড় ভাঙন। হেমতাবাদ বিধানসভায় ছয়টি ক্লাব থেকে মোট হাজার জন বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগদান করলেন। উত্তর দিনাজপুর জেলা সভাপতি কানাইয়ালাল আগরওয়াল, ইটাহারের বিধায়ক মোশারফ হোসেন, মন্ত্রী গোলাম রব্বানি, মন্ত্রী সত্যজিৎ বর্মন-এর উপস্থিতিতে তারা আজ তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করলেন। সোমবার উত্তর দিনাজপুর জেলার দ্বিতীয় বিজয়া সম্মিলনীতেও উপচে পরা ভিড় লক্ষ করা যায় কর্মী সমর্থকদের। এদিন হেমতাবাদ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে বিজয়া সম্মিলনী আয়োজিত হয় হেমতাবাদ বাস স্ট্যান্ডে। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, মন্ত্রী গোলাম রব্বানি, সত্যজিৎ বর্মন, জেলা সভাপতি কানাইয়ালাল আগরওয়াল, ইটাহারে বিধায়ক মোশারফ হুসেন, জেলা যুব তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি কৌশিক গুন, জেলা মহিলা তৃণমূল কংগ্রেস সভানেত্রী চৈতালী ঘোষ সাহা, রাজ্য মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের সম্পাদিকা পম্পা সরকার, হেমতাবাদ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি আসরাফুল আলি প্রমুখ। বিজয়া সম্মিলনীতে কর্মী সমর্থকদের উদ্বুদ্ধ করলেন প্রধান বক্তা ইটাহারের বিধায়ক মোশারফ হোসেন। তিনি বলেন, বিজেপি দল জাতীয় মিথ্যাবাদী দল। এই দলকে বিশ্বাস করা যায় না। বিষাক্ত সাপকে যেমন বিশ্বাস করা যায়না। এদের হাত রক্তে রাঙানো। বিজেপির কাছে অবৈধ টাকা নিয়ে বাম কংগ্রেস জোট করে ভোট ভাগ করতে মাঠে নামবে। এদের প্রতারণায় পা দেওয়া যাবে না। সনাতন হিন্দু ধর্ম বা মুসলিম সকলের ভাল থাকতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়-এর হাত শক্ত করতে হবে। বাংলায় সবাই সবার ধর্ম নিশ্চিন্তে উদযাপন করতে পারবে। তৃণমূল মানুষের দল। আগামীতে বিজেপিকেও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করতে দেওয়া হবে না। ২৬-এর নির্বাচনেও সাম্প্রদায়িক বিজেপিকে পাকাপাকিভাবে উৎখাত করতে হবে। এমন ভাবেই এদিনের সভা থেকে আসন্ন বিভানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের মনোনীত প্রার্থীকে জয়ী করার আহ্বান জানান উপস্থিত বক্তারা।

■ যোগদানকারীদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দিচ্ছেন গোলাম রব্বানি, সত্যজিৎ বর্মন, মোশারফ হোসেন, কানাইয়ালাল আগারওয়াল।

■ বন্যাকবলিত ডাবগ্রাম ফুলবাড়ির পোড়াঝাড় গ্রামের দুর্গতদের পাশে তৃণমূলের ছাত্র-যুবরা। ছিলেন তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য, নির্ণয় রায়, তনয় তালুকদার প্রমুখ।

দুর্গতদের পাশে

■ শিলিগুড়ির বন্যাকবলিত এলাকায় ত্রাণ পৌঁছে দিতে উদ্যোগী এবার দার্জিলিং জেলার শিলিগুড়ি টাউন ৩ নম্বর তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সদস্যরা। যুব সভাপতি জয়ব্রত মুকুটির উদ্যোগে এবং ৩৩ এবং ৩২ নাম্বার ওয়ার্ড তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সহযোগিতায় ৩২ নাম্বার ওয়ার্ডের জ্যোতির্ময় কলোনিতে শুকনো খাবার বিতরণ এবং মাটিগাড়া ব্লক ১ তৃণমূল যুব কংগ্রেসের উদ্যোগে রাধারঞ্জন প্রাথমিক বিদ্যালয়তে থাকা কিছু মানুষকে কম্বল এবং খাবার বিতরণ করা হল বন্যাদুর্গতদের।

ভাঙল বাড়ি

■ ভোররাতে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি বালি বোঝাই লরি সোজা ঢুকে পড়ল জাতীয় সড়কের পাশের এক বাড়িতে। লরির ধাক্কায় বাড়িটি হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়লেও প্রাণে বাঁচলেন পরিবারের সদস্যরা। সোমবার মালদহের ঘটনা। স্থানীয়দের অভিযোগ, রাড়িয়াল বাগমারা মোড়ের কাছে ৩১নং জাতীয় সড়কের উপর একটি দোতলা বাড়ি বিপজ্জনক অবস্থায় রয়েছে। সড়ক কর্তৃপক্ষ দ্রুত সমস্যার সমাধান না করলে বৃহত্তর আন্দোলনে নামব।

বিপর্যয়েও ঘুম ভাঙল না কেন্দ্রের

তোপ দাগলেন সুমন

সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার : উত্তরবঙ্গকে প্রকৃতির রোষ থেকে বাঁচাতে হলে ভারত ভুটান যৌথ নদী কমিশন গঠন ভীষণ জরুরি। এই নিয়ে একাধিকবার কেন্দ্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল। তিনি বিধানসভায় বিষয়টি নিয়ে রাজ্যের বিরোধী তথা কেন্দ্রের শাসক দলের জনপ্রতিনিধিদের একটি যৌথ প্রতিনিধি দল গঠন করে কেন্দ্র সরকারের দ্বারস্থ হওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। কিন্তু রাজ্যের উন্নয়নের বিরোধী বিজেপি বিধায়ক দল তথা বিরোধী দলনেতা এই প্রস্তাবে কোনও সদর্থক ভূমিকা দেখাননি। কিন্তু গত রবিবারের বিপর্যয় চোখে আঙুল দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে দেখিয়ে দিল,ভারত ভুটান যৌথ নদী কমিশন কতটা জরুরি উত্তরবঙ্গের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখবার জন্য। সোমবার মুখ্যমন্ত্রী উত্তরবঙ্গে এসেছেন বিপর্যয়ে ক্ষতিগ্রস্তদের দেখতে। সেই সময়ই ফের একবার ভারত ভুটান নদী কমিশনের গুরুত্বের কথা জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানে দাঁড়িয়ে জোর গলায় বললেন আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল। সুমন জানান, যদি ভারত ভুটান যৌথ নদী কমিশন থাকত, তবে আগাম খবরের ভিত্তিতে এই বিরাট বিপর্যয়ের সংবাদ অগ্রিম জানা যেত। এবং প্রানহানি আটকানো যেত। কিছু ক্ষেত্রে বিপর্যয়ও কম করা যেত। এতদিন আমাদের চিৎকারে ঘুম ভাঙেনি কেন্দ্রের, এখন দেখার উত্তরের আর্তদের চিৎকারে কেন্দ্রের কুম্ভকর্ন সরকারের ঘুম ভাঙে কিনা।

উত্তরে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই

প্রতিবেদন : প্রবল দুর্যোগ, ধস, মৃত্যু। রবিবারের প্রাকৃতিক বিপর্যয় কাটিয়ে সোমবার সকাল থেকেই স্বাভাবিক পাহাড়। বৃষ্টি হয়নি। প্রশাসনের তৎপরতায় দ্রুত চলছে রাস্তা স্বাভাবিক করার কাজ। এরই মধ্যে কালিম্পং জলপাইগুড়ি আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহার ও উত্তর দিনাজপুর জেলাতে। এই ছয় জেলাতেই হলুদ সতর্কবার্তা। ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝড়ো হাওয়া বইবে এই বৃষ্টির সঙ্গে। সোমবার ঝকঝকে আবহাওয়ায় দেখা মিলল কাঞ্চনজঙ্ঘার। স্থানীয় সূত্রেই জানা গিয়েছে, আবহাওয়া পরিষ্কার হওয়ায় পর্যটকেরা পাহাড় থেকে নামতে শুরু করেছেন। সমতলেও কমেছে বৃষ্টি। প্রসঙ্গত, শনিবার রাত থেকে রবিবার রাত পর্যন্ত গত ২৪ ঘণ্টায় প্রায় ২৬১ মিলিমিটার বর্ষণে যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, তা সাম্প্রতিক কালে দেখা যায়নি। তিস্তা-তোর্সা-মহানন্দার জলস্তর বেড়ে ভয়াবহ বন্যার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে উত্তরবঙ্গে। প্লাবিত উত্তরের জেলার একাধিক এলাকা। ধসে গিয়েছে বহু রাস্তা, ভেঙেছে সেতু, কালভার্ট। সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত মিরিক, সুখিয়াপোখরি। লাফিয়ে বেড়েছে মৃতের সংখ্যা। তবে সোমবার সকাল থেকে দুর্যোগের পরিস্থিতি অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে বলে জানা যাচ্ছে। তিস্তা ফুঁসে ওঠায় এবং ধসের কারণে ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক বন্ধ। তবে খোলা রয়েছে লাভা-গরুবাথানের রাস্তা এবং শিলিগুড়ি-কালিম্পঙের পানবু রোড। তবে উত্তরবঙ্গের দুর্যোগের জেরে নিউ জলপাইগুড়িগামী একাধিক ট্রেনের সূচি বদল করতে হয়েছে।

বিপর্যস্ত এলাকা থেকে বন্যপ্রাণীদের উদ্ধার

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি : তৎপর বনদফতর। রাত জেগে উদ্ধার কাজ। ডুয়ার্সের বিপর্যস্ত এলাকা থেকে বন্যপ্রাণীদের উদ্ধার করল। জলমগ্ন চা-বাগান থেকে হাতির পালকে ফেরানো হল জঙ্গলে। উদ্ধার করা হলো কচ্ছপ, গন্ডার। মূর্তি, ডায়না, জলঢাকা, তিস্তা-সহ প্রায় সব নদীর জল হঠাৎ বেড়ে যাওয়ায় বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত হয়েছে। মানুষের পাশাপাশি সবচেয়ে বিপন্ন অবস্থায় পড়েছে বন্যপ্রাণীরা। প্রচণ্ড স্রোতের জেরে গরুমারা জাতীয় উদ্যান ও সংলগ্ন বনাঞ্চলে ঢুকে যায় বন্যার জল। এর ফলে গন্ডার, হরিণ, বাইসন, শুয়োর-সহ একাধিক বন্যপ্রাণ নদীর স্রোতে ভেসে যায়। রাজ্য বনদপ্তরের কর্মীরা অবিলম্বে উদ্ধারকাজে নামে। রবিবার থেকে সোমবার পর্যন্ত টানা অভিযান চালিয়ে জলপাইগুড়ি জেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে একাধিক প্রাণীকে জীবিত উদ্ধার করা সম্ভব হয়। তবে দুর্ভাগ্যজনকভাবে প্রাণ হারিয়েছে বেশ কিছু প্রাণীও। রবিবার ময়নাগুড়ি ব্লকের ডালের মাথা এলাকায় জলঢাকা নদীতে ভেসে আসে একটি পূর্ণবয়স্ক গন্ডারের দেহ। বনকর্মীরা দ্রুত গিয়ে দেহ উদ্ধার করে নিয়ে আসেন। সোমবার গরুমারায় গন্ডারটির ময়নাতদন্তে জানা যায়, ফুসফুসে অতিরিক্ত জল ঢুকে পড়ার পাশাপাশি খরস্রোতা নদীতে ভেসে যাওয়ার সময় শক্ত পাথর বা গাছের গুঁড়িতে ধাক্কা খেয়ে মাথায় গুরুতর আঘাত লাগে। এতে অভ্যন্তরীণ রক্তক্ষরণ হয় এবং সেই কারণেই মৃত্যু ঘটে। গরুমারা বন আধিকারিক রাজীব দে বলেন, উত্তরবঙ্গের জঙ্গলে এত ব্যাপক জলাবদ্ধতা আমরা আগে কখনও দেখিনি। জলঢাকা নদীর বন্যার জলে শুধু গন্ডার নয়, আরও বহু প্রাণী বিপদের মুখে পড়েছে। বনদপ্তরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ইতিমধ্যেই একাধিক রেসকিউ টিম মোতায়েন করা হয়েছে।

■ বনদফতরের তৎপরতায় হাতিরা ফিরল জঙ্গলে। উদ্ধার কচ্ছপ।

হাতি, পে-লোডার বা দড়ি দিয়ে উদ্ধার বিপন্ন মানুষ ও পর্যটকদের

বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী ● আলিপুরদুয়ার

উত্তরবঙ্গে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সঙ্গে সঙ্গে একযোগে মোকাবিলায় নেমেছে বিপর্যয় মোকাবিলা দফতর, বন দফতর এবং স্থানীয় প্রশাসন। দুর্যোগে গৃহহারা ও আটকে-পড়া পর্যটকদের যুদ্ধকালীন তৎপরতায় উদ্ধার করা শুরু হয়েছে। কোথায় কুনকি হাতি, কোথাও পে- লোডার, কোথাও বা দড়ির সাহায্যে উদ্ধার করা হচ্ছে বিপন্ন মানুষজনকে। এমনকি জলমগ্ন প্রাণীদেরও উদ্ধারকাজ চলছে সমান গুরুত্ব দিয়ে। গতকালই কুনকি হাতির পিঠে চাপিয়ে জলদাপাড়া সরকারি টুরিস্ট লজ থেকে উদ্ধার করা হয়েছিল পর্যটকদের। সোমবার সকালে ফের সেখান থেকে মাদারিহাটে আনা হল পর্যটকদের। তবে এবার হাতি নয়, পে-লোডারের সাহায্যে। আটকে- পড়া ২৫ পর্যটককে কয়েক বারে হলং নদী পার করালেন পর্যটন দফতরের কর্তারা। গতকাল থেকে লজে আটকে ছিলেন এঁরা। সরকারি আরণ্যক টুরিস্ট লজের ম্যানেজার নিরঞ্জন সাহা প্রাকৃতিক দুর্যোগের পর থেকেই পর্যটকদের ভরসা জুগিয়েছেন। আগের দিন কুনকি হাতি ব্যবহার করা হয়েছিল। কিন্তু অনেকেই ভয়ে হাতির পিঠে উঠতে চাইছিলেন না। তাই পে-লোডার আনা হয়। জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানে কত ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তা সরোজমিনে দেখে গেলেন বনমন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা। হলংয়ের স্রোতে রবিবার সকালে ভেসে গিয়েছিল লজের প্রবেশপথের কাঠের সেতুটি। ফলে পর্যটকেরা আটকে পড়েন। বিমান বা ট্রেন ধরার তাড়া ছিল। কিন্তু প্রকৃতির রুদ্র রূপের সামনে সকলেই অসহায়। কার্শিয়াংয়ের তাবাকোশীর হোমস্টের অনেকটা জলের তোড়ে ভেসে গেলে আবাসিকেরা দড়ি ধরে ধরে পৌঁছে গিয়েছেন নিরাপদ আশ্রয়ে।

জেলা পুলিশের বড়সড় সাফল্য

তমলুকে সোনার দোকানে ডাকাতিতে ধৃত ১ দোকানি

সংবাদদাতা, মেদিনীপুর : তমলুকে সোনার দোকানে ডাকাতি মামলায় জেলা পুলিশের বড়সড় সাফল্য। এবার গ্রেফতার দাসপুরের খুকুড়দহ লক্ষ্মীবাজারের স্বর্ণব্যবসায়ী। ডাকাতির সোনা কিনেছিল জয়ন্তী জুয়েলার্সের মালিক দেবাশিস সামন্ত। তমলুকে সোনার দোকানে ডাকাতিতে গ্রেফতার চারজন। উত্তরপ্রদেশ থেকে পেশাদার অপরাধী ভাড়া করে তমলুক থানার মিলননগরে সোনার দোকান থেকে প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা ডাকাতি হয়, ২২ সেপ্টেম্বর বেলা ১০টা নাগাদ। ৩০ সেপ্টেম্বর মহাষ্টমীর দিন তমলুক থানার পুলিশ মূল ষড়যন্ত্রী দুজনকে গ্রেফতার করে। ধৃতেরা পাঁশকুড়ার কৃষ্ণনগর গ্রামের বাপ্পাদিত্য বাগ ও তার প্রতিবেশী দিলীপ মাইতি। চোরাই সোনা কেনার

■ ধৃত সোনার দোকানের মালিক দেবাশিস সামন্ত।

অভিযোগে দাসপুরের শ্রীকান্ত মাজিকেও ধরা হয়। ডাকাতির পর তিন দুষ্কৃতী শহিদ মাতঙ্গিনী ব্লকের খারুই হয়ে রূপনারায়ণ নদের বাঁধ বরাবর কোলাঘাট পেরিয়ে পশ্চিম মেদিনীপুরের দাসপুরে ঢুকে গিয়েছিল। পথ দেখিয়ে নিয়ে গিয়েছিল বাপ্পাদিত্য ও দিলীপ। পালানোর পথে প্রায় ৮০ কিলোমিটার রাস্তায় ১৭২টি সিসি ক্যামেরার ফুটেজ পরীক্ষা করে পুলিশ তিনজনকে পাকড়াও করেছে। আপাতত ধৃতেরা ছ'দিনের পুলিশি হেফাজতে। জিজ্ঞাসাবাদে খুকুড়দহ লক্ষ্মীবাজারে এই সোনার দোকানের খোঁজ পায়। দোকানের মালিক চোরাই সোনা কেনেন বলে ধৃতেরা জানায়। সোমবার ধৃতদের দোকানে এনে চুরি-যাওয়া সোনা উদ্ধার করেছে পুলিশ। গ্রেফতার করা হয়েছে দোকানের মালিক দেবাশিসকে। তার বাড়ি দাসপুরের হরেকৃষ্ণপুরে।

লক্ষ্মীপুজোয় বিধায়কের উপহার

সংবাদদাতা, সিউড়ি : নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যেও সাধারণ মানুষ মা লক্ষ্মীর আরাধনায় মেতে উঠেছেন। তাঁদের একটাই আর্তি, মা যেন তাঁদের দুর্দশার হাত থেকে বাঁচান। এর পাশাপাশি আমাদের মুখমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপরেও মানুষের অনেক প্রত্যাশা। তিনি ইতিমধ্যেই লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের মতো অভিনব প্রকল্প চালু করেছেন। তাঁর দলের নেতা- কর্মীরা মানুষের পাশে নানাভাবে আছেন। সোমবার লক্ষ্মীপুজোকে জনসংযোগের মাধ্যম করে নিলেন সিউড়ির বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরি। পুজোর মণ্ডপ থেকেই গরিব মানুষদের উপহার দিলেন পোশাক, শাড়ি ইত্যাদি।

ঘাটালের প্লাবিত এলাকায় ত্রিপল, ত্রাণ বিলি অজিতের

সংবাদদাতা, ঘাটাল : ঘাটালের বন্যাকবলিত বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন করে বন্যার্তদের হাতে ত্রিপল তুলে দিল পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা প্রশাসন। কয়েকদিনের নিম্নচাপের বৃষ্টির পাশাপাশি বিভিন্ন জলাধার থেকে ছাড়া জলে প্লাবিত ঘাটাল। পুরসভার আড়গোড়া চাতালেও উঠেছে জল। চন্দ্রকোণা-ঘাটাল রাজ্য সড়কের উপর উঠেছে জল।

ঘাটালের অজবনগর ১ ও ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন করে বন্যার্তদের হাতে ত্রিপল তুলে দিল জেলা প্রশাসন। ছিলেন জেলা পরিষদের সহসভাপতি অজিত মাইতি, মহকুমাশাসক সুমন বিশ্বাস, বিডিও অভীক বিশ্বাস, পঞ্চায়েত সমিতির সহসভাপতি বিকাশ কর, সংসদ প্রতিনিধি রাম মান্না প্রমুখ। পান্নাতে দাঁড়িয়ে অজিত জানান, ঘাটালের বন্যা ম্যান-মেড। এবার বন্যার মতো বৃষ্টি ঘাটালে হয়নি। ডিভিসি বারে বারে কয়েক লক্ষ কিউসেক জল ছাড়াতেই বন্যা-পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। আমরা প্লাবিত এলাকায় এসে দেখলাম এবং ত্রাণসামগ্রী তুলে দিলাম। সিপিএম এবং বিজেপি নেতৃত্বকে কটাক্ষ করে অজিত বলেন, ঘাটাল প্লাবিত তবু ওঁদের মানুষের পাশে দাঁড়াতে দেখা যাচ্ছে না।

■ বিপন্ন মানুষজনের হাতে ত্রিপল দিচ্ছেন অজিত মাইতি।

চুরির কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই পাকড়াও চোর, উদ্ধার বাইক

-সংবাদদাতা, নন্দকুমার : জেলা পুলিশের তৎপরতায় চুরি যাওয়ার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই চোর ও চুরি-যাওয়া মোটরবাইক উদ্ধার হল। পুরো কৃতিত্ব নন্দকুমার থানার পুলিশের। ধৃত চোরের নাম চিরঞ্জিত চক্রবর্তী। বাড়ি নন্দকুমারে হলেও সুতাহাটা থানা এলাকার একটি ভাড়া বাড়িতে থাকে। গত রবিবার বিকেলে নন্দকুমার বাজারের ব্যবসায়ী নাড়ুগোপাল জানা বাজারে মোটরবাইক রেখে দোকান খুলতে চলে যান। রাতে দোকান বন্ধ করে ফিরে এসে দেখেন তাঁর মোটরবাইকটি নেই। সঙ্গে সঙ্গে তিনি নন্দকুমার থানার দ্বারস্থ হন। পুলিশ অভিযোগ পাওয়ামাত্রই তৎক্ষণাৎ স্থানীয় এলাকার সিসি ক্যামেরার ফুটেজ পরীক্ষা করে চোরকে চিহ্নিত করে। রাতেই চুরি যাওয়া মোটরবাইক-সহ চোরকে গ্রেফতার করে নন্দকুমার থানার পুলিশ। সোমবার তাকে তমলুক আদালতে তোলা হয়। ওসি অমিত দেব বলেন, এই ঘটনায় আরও কেউ জড়িত কি না খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

দামোদরে ৪৫ কিমি ভেসে গিয়েও বাঁচলেন ৭৫-এর মাতুরি

সংবাদদাতা, বর্ধমান : চার ঘণ্টা জলে ভেসে থাকার পর বাড়ি থেকে প্রায় ৪৫ কিলোমিটার দূরে উদ্ধার করা হল প্রায় সত্তরোর্ধ্ব এক বৃদ্ধাকে। দামোদরের জলে জীবনমরণ যুদ্ধে জয়ী মানুষ। রবিবার বিকালে দামোদরে স্নান করতে নেমে তলিয়ে যান বৃদ্ধা মাতুরি টুডু। একদিকে নিম্নচাপ অন্যদিকে কয়েকদিন ধরে দুর্গাপুর ব্যারেজ থেকে ডিভিসি জল ছাড়ায় বেড়েছে দামোদরের জলস্তর। রবিবার দুপুরে রায়না থানার জাকতা থেকে প্রায় ৪৫ কিমি দূরে জামালপুর থানার বেগের মুখের কাছে একটি সাঁকোর খুঁটিকে কোনওক্রমে ধরে ফেলেন তিনি। রবিবার সন্ধ্যার দিকে বৃদ্ধার বাঁচাও বাঁচাও আওয়াজ ও গোঙানির শব্দ শুনতে পান মুইদিপুর এলাকার নদীর ধারের মানুষ। তাঁরা বৃদ্ধাকে উদ্ধার করেন। জামালপুর থানার পুলিশ স্থানীয়দের সহযোগিতায় বৃদ্ধাকে প্রথমে জামালপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে গেলে সেখান থেকে বর্ধমান মেডিক্যালে স্থানান্তরিত করা হয়। জামালপুর ব্লক তৃণমূল সভাপতি মেহেমুদ খান জানিয়েছেন, বৃদ্ধার বাড়ি হিজলনার জাকতা গ্রামে। পুলিশ প্রশাসন তাঁকে বাড়িতে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে।

■ মাতুরি টুডুকে উদ্ধার করে বাড়ি ফেরানো হচ্ছে।

আমার বাংলা

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

7 October, 2025 • Tuesday • Page 10 || Website - www.jagobangla.in

বিজয়া সম্মিলনীতে জঙ্গলমহলকে আরও সুন্দর করে তোলার আহ্বান

সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম : ঝাড়গ্রাম জেলা তৃণমূল ও জেলা কিষাণ খেতমজুর সেলের উদ্যোগে বিজয়া সম্মিলনী আয়োজিত হল, সোমবার, ঝাড়গ্রাম শহরের দেবেন্দ্রমোহন হলে। উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীকান্ত মাহাতো, সাংসদ দোলা সেন, প্রাক্তন মন্ত্রী ও কিষাণ ক্ষেতমজুর তৃণমূলের রাজ্য সভাপতি পূর্ণেন্দু বসু ও প্রাক্তন মন্ত্রী চূড়ামণি মাহাতো, জেলা তৃণমূল সভাপতি তথা নয়াগ্রামের বিধায়ক দুলাল মুর্মু, পুরপ্রধান কবিতা ঘোষ প্রমুখ। উপস্থিত নেতৃত্ব জেলার সর্বস্তরের মানুষজনকে বিজয়ার শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান। শ্রীকান্ত বলেন, দুর্গাপুজো সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন হয়েছে, কোথাও কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। তার জন্য তিনি পুলিশ, জেলা প্রশাসন ও সর্বস্তরের মানুষজনকে অভিনন্দন জানান। বলেন, বাংলার উন্নয়নের কাণ্ডারি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মানুষের পাশে আছেন, আগামী দিনেও থাকবেন। তাই দুর্যোগ- কবলিত উত্তরবঙ্গে ছুটে গিয়েছেন তিনি অসহায় মানুষদের পাশে দাঁড়াতে। তিনি দলের কর্মী ও সমর্থকদের বলেন মানুষকে সঙ্গে নিয়ে মানুষের পাশে থেকে এলাকার উন্নয়নের কাজ করতে। অরণ্যসুন্দরী জঙ্গলমহলকে আরও সুন্দর করে সাজিয়ে তোলার দায়িত্ব আপনার- আমার সকলের। তাই বিজয়া সম্মিলনীর অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে জেলার সর্বস্তরের মানুষজনের কাছে জঙ্গলমহলকে আরও সুন্দর করে তোলার জন্য আহ্বান জানান।

ঝাড়গ্রামে একসঙ্গেই পূজিতা লক্ষ্মী-সরস্বতী

দেবব্রত বাগ • ঝাড়গ্রাম

বিনপুর ২ ব্লকের হাড়দা গ্রামে চলছে এক অনন্য ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা। ১৬৩ বছর ধরে একসঙ্গে পূজিত হন দেবী লক্ষ্মী ও সরস্বতী। একই চালায় বসেন দুজন। তাঁদের মাথার উপর আসীন থাকেন নারায়ণ। লক্ষ্মীর পরনে হালকা গোলাপি শাড়ি, সরস্বতীর সাদা। দুই দেবীর দুই পাশে থাকেন চার সখী, যাঁদের স্থানীয়রা 'লুক-লুকানি' বলেন। হাড়দার এই পুজোয় প্রতি বছরই বিশেষ আকর্ষণ থাকে আতসবাজি প্রদর্শন। গত কয়েক বছর পরিবেশের কথা ভেবে ব্যবহার করা হচ্ছে পরিবেশবান্ধব সবুজ আতসবাজি। পুজো কমিটির ভুবন মণ্ডল জানান, সবুজ আতসবাজি দেখতে হাজার হাজার মানুষ ভিড় জমান। এ বছর বাজেট প্রায় ১৮ লক্ষ টাকার কাছাকাছি। পুজোকে ঘিরে গ্রাম

জুড়ে উৎসবের আমেজ। টানা পাঁচদিন চলে উৎসব। পাশাপাশি সাতদিন হয় বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। কর্মসূত্রে বাইরে-থাকা গ্রামের মানুষ ফিরে আসেন। বিষ্ণুপুরাণ মতে, লক্ষ্মী ও সরস্বতী দুজনেই নারায়ণের স্ত্রী। তাই একজনকে ছেড়ে অন্যজনের পুজো পূর্বপুরুষরা মানেননি। সেই ঐতিহ্য আজও ধরে রাখা হয়েছে।

■ কৃষ্ণনগরের হাই স্ট্রিটের দ্য টাইটানিক ক্লাবের লক্ষ্মীপ্রতিমা।

বর্ধমানের তা-বাজারে লক্ষ্মী পুজোয় মহাভারত-কথা

সুনীতা সিং • বর্ধমান

পূর্ব বর্ধমানের সবচেয়ে বড় বারোয়ারি তথা থিমের লক্ষ্মীপুজো হয় বাজেপ্রতাপপুরের তা-বাজারে। এই পুজোকে কেন্দ্র করে আনন্দে মেতে উঠে গোটা বর্ধমান শহর। প্রায় ৫২ বছর আগে ব্যবসার শ্রীবৃদ্ধি কামনায় বাজার এলাকার মুড়িব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ১২টি পরিবার শুরু করে ধনদেবীর আরাধনা। একটানা সাতদিন ধরে চলে পুজো। প্রতিদিনই হয় নানান সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। বসে গ্রামীণ মেলা। হয় অন্নকূট। তা-বাজার বারোয়ারির এবারের থিম ' দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ'। বাজেট প্রায় তিন লক্ষ টাকা। মণ্ডপও গড়ে তোলা হয়েছে থিমের সাথে সাযুজ্য রেখে। বর্তমানে মেশিন মুড়ির চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় নবীন প্রজন্মের অনেকেই রুটিরুজির তাগিদে অন্য পেশায় যুক্ত হলেও আজও নিয়ম করে প্রবীণরা হাতেভাজা মুড়ি সরবরাহ করেন জেলার নানান প্রান্তে। তবে লক্ষ্মীপুজোর দিনগুলিতে মুড়িভাজা বন্ধ থাকে। আত্মীয়স্বজনদের সমাগমে এই কটা দিন সকলেই মেতে উঠেন পুজোর আনন্দে। থিমের লক্ষ্মীপুজো দেখতে ভিড় জমান দূরদুরান্তের দর্শনার্থী।

জলমগ্ন ঘাটালে লক্ষ্মীদেবীর আরাধনা নৌকায় বা ডোঙায়

মৌসুমি মাহালি • মেদিনীপুর

টানা কয়েকদিনের ভারী বর্ষণের ফলে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল মহকুমায় সৃষ্টি হয়েছে বন্যাপরিস্থিতি। শহরের একাধিক ওয়ার্ড ও আশপাশের গ্রামাঞ্চল জলমগ্ন। রাস্তাঘাট, বাজার, ঘরবাড়ি— কোথাও হাঁটুজল, কোথাও কোমর সমান। এরই মধ্যে হল লক্ষ্মীর আরাধনা। নৌকা বা ডোঙায় করে লক্ষ্মীপ্রতিমা আনা হল পুজোর স্থানে। ঘাটাল পুরসভার ৬, ৯, ১১ ও ১৪ নম্বর ওয়ার্ডে জলের উচ্চতা এতটাই বেশি যে স্বাভাবিক চলাচল অসম্ভব। বাজার বা পুজোর সামগ্রী সংগ্রহ করতেও নৌকা ভরসা। জলের তোড়ে বিচ্ছিন্ন অনেক এলাকা। তাই লক্ষ্মীপুজোর দিনে শহরের বিভিন্ন প্রান্তে দেখা গেল পরিবারের সদস্যরা প্রতিমা নিয়ে নৌকায় উঠছেন, কেউ কেউ আবার মণ্ডপ পর্যন্ত ডোঙা ভাড়া করছেন। জলমগ্ন রাস্তায় দাঁড়িয়ে বা নৌকায় বসেই হচ্ছে পুজোর প্রস্তুতি। পরিস্থিতি যেমনই হোক, উৎসবের আবহে ভাটা পড়েনি। জেলা প্রশাসন জানিয়েছে, জলমগ্ন এলাকায় নৌকা ও ত্রাণসামগ্রী পাঠানো হয়েছে। পরিস্থিতির ওপর নজর রাখা হচ্ছে।

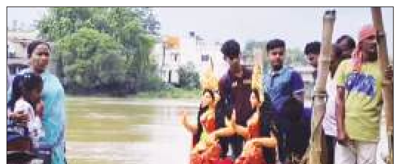

লক্ষ্মীপুজোর দিনে বাজারে জিনিসপত্রের দাম আগুন

সংবাদদাতা, বাঁকুড়া : লক্ষ্মীপুজোয় ফলের বাজারে আগুন দাম। তবুও সকাল থেকে বাজারে মানুষের ভিড়। একদিকে টানা বৃষ্টি অন্যদিকে লক্ষ্মীপুজো দুই কারণে ফল এবং সবজির দর আকাশছোঁয়া। বিষ্ণুপুরের চকবাজারে ডাবের দাম ছিল ৫০-৬০ টাকা, এখন ৮০-১০০। পেয়ারা ছিল ৮০ টাকা এখন ১২০, কমলালেবু ছিল ১০০, এখন ১৫০ টাকা, বেদানা ২০০ টাকা কেজি, শাঁকালু এবং পানিফল ১০০ টাকা কেজি, শশা ৫০ টাকা কেজি। সমস্ত সবজির দাম অত্যধিক বেড়েছে। পাশাপাশি দাম বেড়েছে সবজিরও। ফুলকপি ৮০, বাঁধাকপি ৫০, মুলো ৪০, লঙ্কা ১০০, বেগুন ৬০ টাকা। সমস্ত সবজির দামই পাঁচ থেকে দশ টাকা বেড়েছে কেজিতে। ফল এবং সবজির দাম বাড়ায় সমস্যায় পড়লেও বাধ্যত মানুষকে কিনতেই হচ্ছে।

বেনাগ্রামে লক্ষ্মীপুজোয় ফিরে আসেন গ্রামছাড়া মানুষ

অনির্বাণ কর্মকার • আসানসোল

একসময় এই গ্রামে ছিল মানুষের বসবাস। গ্রামে এখনও রয়েছে পাকা বাড়িঘর, রয়েছে লক্ষ্মীমন্দির। কিন্তু এখন আর এই গ্রামে কেউ বসবাস করে না। ফলে বাড়িঘরগুলোর প্রায় ভগ্নদশা। দীর্ঘ প্রায় ২০-২২ বছর থেকে জনহীন এই গ্রাম। ভূতের ভয়েই নাকি গ্রাম ছেড়ে চলে যান সবাই! তাঁরা অন্যত্র বাড়িঘর করে বসবাস করছেন! তবে এই লক্ষ্মীপুজোর দিন তাঁরা গ্রামে ফেরেন এবং লক্ষ্মীপুজো

করেন। এইদিন সবাই একত্রিত হন। দেখা হয় একে-অপরের সঙ্গে পুজো-অর্চনার শেষে ভোগপ্রসাদ খেয়ে আবার ফিরে যান নিজেদের বর্তমান ঠিকানায়। আসানসোলের কুলটি বিধানসভার অন্তর্গত বেনাগ্রামের ঘটনা এটি। তবে এদিন গ্রামের বাসিন্দারা জানান, কোনও ভূতের উপদ্রব নয়, এটা গুজব। ভূত বলে কিছু নেই। গ্রাম ছেড়ে চলে যাওয়ার কারণ তখন পানীয় জল, বিদ্যুৎ, বাসস্ট্যান্ড রাস্তাঘাট ছিল না। বাম আমলে সরকার কিছুই করেনি। তাই গ্রামের মানুষ এই বেনাগ্রাম ছেড়ে বর্তমানে অনত্র বসবাস করছেন।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

দেশের বিভিন্ন ব্যাঙ্ক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে দাবিদারহীন হয়ে পড়ে রয়েছে ১ লক্ষ ৮৪ হাজার কোটি টাকা। এই টাকা ফেরত দিতে সচেতনতা তৈরি করতে তিন মাসের বিশেষ কর্মসূচি নিয়েছে দিল্লি। শুরু হয়েছে গান্ধীনগর থেকে। রিক্লেম করার পদ্ধতি শেখানো হচ্ছে

বিজেপির শাসনে রাজস্থানে উপেক্ষিত রোগী-সুরক্ষা

জয়পুর : হাসপাতালের ট্রমা কেয়ারে বিধ্বংসী আগুন, ঝলসে মৃত ৮ রোগী

জয়পুর : কী করুণ দশা গেরুয়া সরকারের। বিজেপি রাজ্যে আর সুরক্ষিত নন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রোগীরাও। সুস্থ হয়ে বাড়ি ফেরার আশায় ভর্তি হয়ে ট্রমা কেয়ারের আইসিইউতে পুড়ে মরতে হল গেরুয়া রাজস্থানের রাজধানী জয়পুরের হাসপাতালের অন্তত ৮ জন রোগীকে। এঁদের মধ্যে ২ জন মহিলা। রবিবার রাতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের সাক্ষী হল জয়পুরের সাওয়াই মান সিংহ হাসপাতালের ট্রমা কেয়ার সেন্টার। অগ্নিকাণ্ডে গুরুতর জখমও হয়েছেন বেশ কয়েকজন রোগী। আগুন লাগার ফলে ট্রমা কেয়ার সেন্টার এবং হাসপাতালে অন্যান্য অংশে থাকা একাধিক গুরুত্বপূর্ণ নথি ও মেডিক্যাল সরঞ্জাম পুড়ে ছাই হয়ে যায়।জানা গিয়েছে, ট্রমা কেয়ার সেন্টারের আই সি ইউতে ভর্তি ছিলেন মোট ১১ জন। বাকিদের উদ্ধার করে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা

হয়েছে অন্যত্র। রবিবার রাতের এই দুর্ঘটনায় মৃতের সংখ্যা বাড়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে। এই ঘটনার জন্য হাসপাতাল কর্মীদের এবং কর্তৃপক্ষের গাফিলতিকে দায়ী করেছেন রোগীদের ক্ষুব্ধ পরিজনেরা। তাঁদের অভিযোগ, রাতে ওয়ার্ডে ধোঁয়া এবং পোড়া গন্ধের কথা কর্তব্যরত কর্মীদের জানানো হলেও তাঁরা আমল দেননি তাতে। আগুন ছড়িয়ে পড়ার পরেও অসহায় রোগীদের উদ্ধারেও এগিয়ে আসেননি হাসপাতালের কোনও কর্মী। উদ্ধারের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন চিকিৎসাধীনদের আত্মীয়-বন্ধুরাই। রোগীদের বিপদের মুখে ফেলে রেখেই চম্পট দেন কর্তব্যরত কর্মীরা। শুধু তাই নয়, এতবড় হাসপাতালে অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থাও যথাযথ ছিল না বলে তীব্র ক্ষোভপ্রকাশ করেন রোগীদের পরিজনেরা। মুখ্যমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী-সহ অন্য মন্ত্রীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছলে তাঁদের ঘিরে ধরে বিক্ষোভে ফেটে পড়েন তাঁরা। নিজেদের অপদার্থতা ঢাকতে সাফাই গাইতে চেষ্টা করেন প্রতিমন্ত্রী। কিন্তু ক্ষুব্ধ জনতার চিৎকারে চাপা পড়ে যায় তাঁর কথা। বলতে চেষ্টা করেন, কীভাবে আগুন লাগল তা সুস্পষ্টভাবে বোঝা না গেলেও প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে আগুনের কারণ শর্ট সার্কিট।তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী।

ট্রমা কেয়ারের ইন-চার্জ চিকিৎসক অনুরাগ ধাকড় জানিয়েছেন, রবিবার গভীর রাতে যখন হাসপাতালে আগুন লাগে তখন নিউরো আইসিইউ বিভাগে মোট ১১ জন রোগী চিকিৎসাধীন ছিলেন। প্রথমে যে ৬ জনের মৃত্যু হয়েছে তাঁদের মধ্যে চার জন পুরুষ এবং দু'জন মহিলা রয়েছেন। বাকিদের নিরাপদে আইসিইউ থেকে বার করে আনা সম্ভব হয়েছে। বর্তমানে তাঁদের অন্যত্র চিকিৎসা চলছে।

ক্ষতিপূরণের নামে বিজেপির ধোঁকাবাজি, খোদ মুখ্যমন্ত্রী ধরিয়ে দিলেন ফাঁকা খাম

ভুপাল : কী বলা যায় একে প্রতারণা? নাকি ধোঁকাবাজি? সাহায্য বা ক্ষতিপূরণের চেক বলে ঘোষণা করে, ছবি তুলে মৃতের পরিজন এবং আহতদের হাতে ফাঁকা খাম ধরিয়ে দিলেন মধ্যপ্রদেশের গেরুয়া মুখ্যমন্ত্রী। বিজেপির মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদবের এমন কাণ্ডে স্তম্ভিত খান্ডোয়ার শোকার্ত মানুষ। দশমীর দিন পান্ধনা এলাকায় একটি পুকুরে দুর্গাপ্রতিমা বিসর্জনের সময় উল্টে গিয়েছিল একটি ট্রাক্টর-ট্রলি। প্রাণ হারিয়েছিলেন ১১ জন। মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী নিহতদের পরিবারপ্রতি ৪ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করেন। প্রধানমন্ত্রী মোদি নিহতদের পরিবারের জন্য সাহায্য ঘোষণা করেন ২ লক্ষ টাকা করে। আহতদের জন্য ৫০ হাজার টাকা করে। মুখ্যমন্ত্রী মোহনও আহতদের জন্য ঘোষণা করেন ১ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ। অর্থাৎ নিহত প্রতি সবমিলিয়ে ৬ লক্ষ টাকা এবং আহতদের জন্য দেড় লক্ষ টাকা করে সাহায্যের সরকারি প্রতিশ্রুতি। সেই অনুযায়ী মুখ্যমন্ত্রী নিহতদের পরিবারের সঙ্গে দেখা করে তুলে দেন একটি করে সিল করা সাদা খাম। ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়ে সেই খাম হস্তান্তরের পোজও দেন। পরের দিন বিজেপি সরকারের আর এক মন্ত্রী হাসপাতালের আইসিইউতে গিয়ে আহতদের হাতে তুলে দেন একইরকমের একটি করে সাদা খাম। সকলেই ভাবেন ভেতরে রয়েছে ক্ষতিপূরণের চেক। কিন্তু কোথায় কী? সিল খুলতেই দেখা গেল পুরো

মধ্যপ্রদেশ

খালি খাম। কোথায় চেক? কিন্তু ততক্ষণে বিদায় নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী কিংবা তাঁর আর এক মন্ত্রী। কোথায় প্রতিশ্রুতির ৬ লক্ষ টাকা কিংবা দেড় লক্ষ টাকা। খামের ভেতরে শুধুই একটা চিঠি। আহত ৬ জনের মধ্যে ৪ জন পেয়েছেন তাৎক্ষণিক সাহায্য হিসেবে ৫০০০ টাকা করে। রেডক্রশ সোসাইটির পক্ষ থেকে। বিজেপির এই ধোঁকাবাজির বিরুদ্ধে ঝড় উঠেছে নিন্দার।

বিভাজনে উসকানি গেরুয়া মুখ্যমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি : ভোটের সময় দলিতপ্রেম। ভোট চুকলেই ব্রাহ্মণ্যবাদ। আরও একবার দ্বিধাহীন ভাষায় বিজেপির এই কদর্য নীতি তুলে ধরলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা নিজেই। সোমবার দিল্লি এক সভায় মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা বলেন, ব্রাহ্মণরা সমাজের জ্ঞানের শিখা প্রজ্বলিত করেন। তাই ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের কল্যাণের জন্য সব সরকারের কাজ করা উচিত। এ নিয়ে জাতীয় রাজনীতিতে শুরু হয়েছে ব্যাপক সমালোচনা। আপ নেতা সঞ্জীব ঝা বলেছেন, দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্য অসংবেদনশীল। রেখার এই মন্তব্যে আমি স্তম্ভিত।

ডাক্তারি পড়ুয়াকে হোটেলে ধর্ষণ

নয়াদিল্লি : বিজেপির শাসনে দিল্লির আইন-শৃঙ্খলা কতটা তলানিতে এসে ঠেকেছে তার প্রমাণ মিলল আবার। হোটেলে ডেকে নিয়ে ধর্ষণ করা হল ডাক্তারি পড়ুয়াকে। অভিযুক্ত নির্যাতিতারই এক বন্ধু। ঘটনার পরেই সে ফেরার। ঘটনাটি উত্তর দিল্লির এক হোটেলের। পার্টির নাম করে ১৮ বছরের ওই তরুণীকে হোটেলে ডেকে পাঠিয়েছিল অভিযুক্ত।

বিহারে ভোট দু'দফায়, ৬ ও ১১ নভেম্বর, ঘোষণা কমিশনের

পাটনা : প্রথম থেকেই ঠিক এটাই দাবি করে আসছিল বিজেপি। বিহারে ভোট চেয়েছিল দু'দফায়। সোমবার ভোটের নির্ঘণ্ট প্রকাশ করে জাতীয় নির্বাচন কমিশন জানিয়ে দিল দু-দফাতেই নির্বাচন হবে বিহারে। ৬ ও ১১ নভেম্বর হবে বিহারে বিধানসভা নির্বাচন। ১৪ নভেম্বর ভোটের ফলাফল। বিজেপির প্রতি কমিশনের পক্ষপাতিত্বের যে অভিযোগ এতদিন ধরে উঠছিল, এবার তা স্পষ্ট হল দিনের আলোর মতো।

সোমবার মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক জ্ঞানেশ কুমার সাংবাদিক বৈঠকে জানান, প্রথম দফায় মনোনয়ন ১৭ অক্টোবর জমা দিতে হবে। দ্বিতীয় দফায় ২০ অক্টোবর। মনোনয়ন প্রত্যাহারের শেষ দিন যথাক্রমে ২০ এবং ২৩ অক্টোবর। আট লক্ষের বেশি আধিকারিক নিযুক্ত করা হয়েছে। নিরাপত্তার স্বার্থে সুনির্দিষ্ট জায়গায় মোবাইল ফোন জমা রেখে বুথে ভোট দিতে ঢুকতে পারবেন ভোটাররা। কোনওরকম অভিযোগ এবং সমস্যার কথা জানাতে ১৯৫০ হেল্পলাইন নম্বর জারি করেছে কমিশন। প্রতিটি বুথে সর্বাধিক ১,২০০ জন ভোটার ভোটদান করতে পারবেন বলে এদিন জানিয়েছে কমিশন।

এবারের বিহার বিধানসভায় ২৪৩ আসনের নির্বাচনে মোট ভোটার সংখ্যা ৭.২৪ কোটি। মোট নব্বই হাজার ভোটকেন্দ্র স্থাপন করা হবে। ভোটার কেন্দ্রে ওয়েব কাস্টিং করা হবে। কেউ সমাজমাধ্যমে ভুয়ো খবর ছড়ালে তার বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে জানিয়েছে কমিশন। ২৫০টি ভোটকেন্দ্রে পুলিশি টহল দেবে। সমস্ত কেন্দ্রে ডেস্ক, র‍্যাম্প এবং পর্যাপ্ত সংখ্যক স্বেচ্ছাসেবক থাকবেন। কেন্দ্রীয় বাহিনী আগাম মোতায়েন করা হবে ভোট কেন্দ্রগুলিতে। ৮৫ বছরের বেশি বয়সের ভোটারদের জন্য বাড়িতে ভোট দেওয়ার সুবিধা থাকবে।

শীর্ষ আদালতের নোটিশ কেন্দ্রকে

নয়াদিল্লি : সমাজকর্মী সোনম ওয়াংচুককে কেন গ্রেফতার করা হয়েছে? কেন পাঠানো হয়েছে জেলে? জানতে চেয়ে কেন্দ্রকে নোটিশ দিল সুপ্রিম কোর্ট। সোনমের গ্রেফতারিকে চ্যালেঞ্জ করে শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন তাঁর স্ত্রী গীতাঞ্জলি যে অ্যাংমো। এই মামলায় সোমবার কেন্দ্র, কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল লাদাখ এবং যোধপুর সেন্ট্রাল জেলের পুলিশ সুপারকে নোটিশ দিল সুপ্রিম কোর্ট। পরবর্তী শুনানি ১৪ অক্টোবর।

কার্ফু-বন্‌ধে থমথমে কটক, কাঠগড়ায় সেই বিজেপিই

কটক : ওড়িশার বিজেপি সরকারের অপদার্থতার সাক্ষী কটক শহর সোমবারও থমথমে। দুর্গাপ্রতিমার বিসর্জন মিছিলে উচ্চৈঃস্বরে গান বাজানোকে কেন্দ্র করে শনি ও রবিবার দরগাবাজার এবং লাগোয়া এলাকায় অশান্তির পরে এদিন পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে বলে দাবি করা হয়েছে গেরুয়া প্রশাসনের পক্ষ থেকে। তবে দরগা বাজার, বাদামবড়ি, ক্যান্টনমেন্ট, পুরীঘাট, মঙ্গলাবাগ, লালবাগ, বিদানসি, সিডিএ ফেজ-২, মারকাট নগর, মালগোদাম, জগৎপুর, বয়ালিস মৌজা ও সদর থানা— এই ১৩টি এলাকায় জারি করা হয়েছে কার্ফু। পুলিশ কমিশনার এস দেবদত্ত সিংহ এই বিষয়ে জানিয়েছেন, রবিবার রাত ১০টা থেকে ৩৬ ঘণ্টা পর্যন্ত এই নির্দেশ কার্যকর থাকবে। প্রশ্ন উঠেছে, বেশ কয়েকজন পদস্থ পুলিশ আধিকারিক-সহ প্রায় ২৫ জন জখম হলেও এখনও পর্যন্ত গ্রেফতারের সংখ্যা মাত্র ৬

কেন? কাদের আড়াল করার চেষ্টা করছে বিজেপির পুলিশ?

লক্ষণীয়, শনিবার রাত থেকেই দফায় দফায় সংঘর্ষ, অগ্নিসংযোগ, ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছে। উত্তেজনা সামাল দিতে পুলিশও চালিয়েছে লাঠি এবং কাঁদানে গ্যাস। রবিবারও সেই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসেনি। এই ঘটনার পরেই ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে প্রশাসনের তরফে। সংবেদনশীল এলাকাগুলিতে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা, আইনশৃঙ্খলা রক্ষার ব্যর্থতায় বিজেপি সরকারকেই দায়ী করেছে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ। ওড়িশার গেরুয়া সরকারকে গভীর অস্বস্তিতে ফেলে দিয়ে সোমবার ১২ ঘণ্টা বনধের ডাক দেয় এই গেরুয়া সংগঠনই। জেলাশাসকের বদলির দাবিতে তুমুল বিক্ষোভও দেখায় তারা। অর্থাৎ বিজেপি সরকারের ব্যর্থতাকে কেন্দ্র করে গেরুয়া শিবিরেই বিভাজন রেখা সুস্পষ্ট। সাধারণ মানুষের প্রশ্ন, কাঠজুরি নদীর পথে নিরঞ্জন শোভাযাত্রা নির্বিঘ্নে করার জন্য কেন পর্যাপ্ত সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেয়নি গেরুয়া প্রশাসন?

দেশ বিদেশ
7 October, 2025 • Tuesday • Page 12 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

দু'দিন ধরে টানা বৃষ্টি এবং তুষারঝড়ের কারণে মাউন্ট এভারেস্টের পূর্বের তিব্বত সংলগ্ন এলাকায় আটকে পড়েন হাজারখানেক অভিযাত্রী। ৪৮ ঘণ্টার চেষ্টায় উদ্ধার করা হয় তাঁদের

বেনজির! রায় পছন্দ না হতেই এবার দেশের প্রধান বিচারপতির উপর হামলা

হিন্দুত্ববাদী মতাদর্শের সমর্থক আইনজীবীর হাতে আক্রান্ত বিচারব্যবস্থা

নয়াদিল্লি : মোদি জমানায় ধর্মীয় অসহিষ্ণুতার নমুনা দেখা গেল এবার দেশের শীর্ষ আদালতে। নজিরবিহীনভাবে হিন্দুত্ববাদী হামলার মুখে পড়লেন দেশের প্রধান বিচারপতি। এই ঘটনা সুপ্রিম কোর্টের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ব্যবস্থাকেও প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়ে দিল। সোমবার সকালে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি বি আর গাভাইয়ের দিকে জুতো ছুঁড়ে মারার নজিরবিহীন ঘটনা ঘটেছে। লজ্জার বিষয় হল, আক্রমণকারী নিজেও এক প্রবীণ আইনজীবী। দিল্লি পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে এবং জানিয়েছে যে অভিযুক্ত আইনজীবীর নাম রাকেশ কিশোর। ৭১ বছরের ওই আইনজীবী পূর্ব দিল্লির ময়ূরবিহার এলাকার বাসিন্দা এবং সুপ্রিম কোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশনের নিবন্ধিত সদস্য।

পুলিশ সূত্রে খবর, সোমবার সকাল ১১:৩৫ মিনিট নাগাদ শীর্ষ আদালতের ১ নম্বর কোর্টে বিচার চলাকালীন ওই আইনজীবী হঠাৎ নিজের স্পোর্টস জুতো খুলে প্রধান বিচারপতির দিকে ছুঁড়ে মারেন। নিরাপত্তাকর্মীরা হামলাকারীকে দ্রুত ধরে ফেলেন এবং সুপ্রিম কোর্টের নিরাপত্তা ইউনিটের হাতে তুলে দেন। ফলে অল্পের জন্য রক্ষা পান প্রধান বিচারপতি। সুপ্রিম কোর্টের ভিতরে এমন ঘটনায় শোরগোল পড়ে যায়। প্রাথমিক তদন্তে এই ঘটনার তাৎক্ষণিক কারণ হিসেবে উঠে এসেছে যে, মধ্যপ্রদেশের খাজুরাহো মন্দির কমপ্লেক্সে ভগবান বিষ্ণুর একটি মূর্তি পুনঃস্থাপনের আবেদন সংক্রান্ত সাম্প্রতিক শুনানিতে প্রধান বিচারপতির কিছু মন্তব্যের প্রেক্ষিতে এই হামলার পরিকল্পনা আইনজীবীর। গত ১৬ সেপ্টেম্বর বিচারপতি কে বিনোদ চন্দ্রনের সঙ্গে বেঞ্চে বসে খাজুরাহো মন্দির কমপ্লেক্সের জাওয়ারি মন্দিরে ৭ ফুটের বিষ্ণুমূর্তি পুনঃনির্মাণের আবেদন খারিজ করে দিয়েছিলেন গাভাই। মামলা খারিজ করে সেইসময় প্রধান বিচারপতি আবেদনকারীকে বলেন, এই ধরনের মামলাগুলি সম্পূর্ণরূপে প্রচারমূলক...। যান দেবতাকে নিজেই কিছু করতে বলুন। আপনি যদি ভগবান বিষ্ণুর একনিষ্ঠ ভক্ত হন, তবে প্রার্থনা করুন এবং ধ্যান করুন। যদিও পরে প্রধান বিচারপতি স্পষ্ট করেন যে তাঁর মন্তব্যগুলি আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার রক্ষণাবেক্ষণের এক্তিয়ারের প্রেক্ষিতে করা হয়েছিল এবং কোনও ধর্মকে অসম্মানের উদ্দেশ্যে নয়। গাভাই জানান, তিনি সমস্ত ধর্মকে সমান সম্মান করেন।

এদিকে অভিযুক্ত আইনজীবীর লাইসেন্স আপাতত বাতিল করল বার কাউন্সিল। ফলে অভিযুক্ত আর প্রাক্টিস করতে পারবেন না।

নিন্দায় তৃণমূল

নয়াদিল্লি : দেশের প্রধান বিচারপতির উপর হামলার ঘটনার তীব্র নিন্দা তৃণমূল কংগ্রেসের। দলের রাজ্যসভার সাংসদ সাগারিকা ঘোষ বলেন, এই ঘটনা দু:খজনক ও লজ্জার। দেশের নাগরিকদের মধ্যে বিভাজনের চেষ্টা করছে বিজেপি। হিংসামূলক ভাষা ব্যবহার করে সংস্কৃতিকে বদনাম করার চেষ্টা হচ্ছে। সমাজমাধ্যমে বিজেপি আইটি সেলকে ব্যাবহার করে এই জাতীয় হামলা চালানো হয়েছে।

মোদির কেন্দ্র বারাণসীর হাল দেখুন!

■ মোদির কেন্দ্রে উন্নয়ন ভাসছে বৃষ্টির জলে। বারাণসীর মানুষ চরম দুর্ভোগে কাটাচ্ছেন। খোদ প্রধানমন্ত্রীর নির্বাচনী কেন্দ্র এখন জলের তলায়। নিকাশি ব্যবস্থার শোচনীয় হাল, বিখ্যাত বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটির সামনে উপচে উঠেছে জল। খোদ প্রধানমন্ত্রীর কেন্দ্রের দুরবস্থাই বুঝিয়ে দিচ্ছে কেমন চলছে ডবল ইঞ্জিন সরকারের উন্নয়ন!

উচ্চশিক্ষায় প্রশ্নোত্তরের যান্ত্রিকতায় নষ্ট হচ্ছে বিশ্লেষণী দক্ষতার গুরুত্ব

ইউজিসির খসড়া পাঠ্যক্রম নিয়ে প্রশ্ন প্রখ্যাত ঐতিহাসিকের

নয়াদিল্লি : প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ অধ্যাপক রোমিলা থাপার বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) প্রস্তাবিত 'লার্নিং আউটকামস-বেসড কারিকুলাম ফ্রেমওয়ার্ক'-এর তীব্র সমালোচনা করেছেন। তাঁর মতে, এই খসড়া প্রস্তাব উচ্চশিক্ষার স্বায়ত্তশাসন, অ্যাকাডেমিক মান এবং বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার সার্বিক সততা— সবকিছুকেই গভীর ঝুঁকির মুখে ফেলবে। রোমিলা থাপারের মতো আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন শিক্ষাবিদের সমালোচনাকে যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া উচিত বলে মনে করেন শিক্ষাজগতের বিশিষ্টরা।

অর্থনীতিবিদ প্রভাত পট্টনায়কের নেতৃত্বে গঠিত কেরলের স্টেট হায়ার এডুকেশন কাউন্সিলের বিশেষজ্ঞ প্যানেলে বিশেষ আমন্ত্রিত সদস্য হিসেবে যুক্ত ছিলেন ইতিহাসবিদ রোমিলা থাপার। তিনি স্পষ্টভাবে বলেন, পাঠ্যসূচি প্রণয়ন এবং কী পড়ানো হবে— সেই সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা থাকা উচিত সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে, কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক সংস্থা বা রাজনৈতিক মহলের হাতে নয়। তাঁর মতে, পাঠ্যসূচি প্রণয়ন একটি বিশেষায়িত অ্যাকাডেমিক কাজ, যার জন্য সমসাময়িক গবেষণা-ভিত্তিক জ্ঞান প্রয়োজন। প্রশাসক বা

রাজনীতিবিদদের সেই যোগ্যতা থাকে না।

ইউজিসির খসড়া পাঠ্যসূচি নিয়ে সতর্ক করে থাপার বলেন, প্রস্তাবিত ফ্রেমওয়ার্ক উচ্চশিক্ষাকে প্রশ্নোত্তরমূলক যান্ত্রিকতায় নামিয়ে আনবে, যেখানে সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনা ও বিশ্লেষণী দক্ষতা নিরুৎসাহিত হবে। এতে ছাত্রছাত্রীরা স্বাধীনভাবে প্রশ্ন তোলার, বিতর্কে অংশ নেওয়ার এবং গভীরভাবে চিন্তা করার সুযোগ হারাবে, যা উচ্চশিক্ষার মূল চরিত্রকেই বদলে দেবে। অধ্যাপক থাপার ইউজিসি খসড়ায় আধুনিকতার সরলীকৃত ব্যাখ্যারও সমালোচনা করেছেন। ইউজিসি খসড়ায় ভারতীয় জ্ঞানতন্ত্রের উপস্থাপনাকেও অস্পষ্ট ও একপাক্ষিক বলে অভিহিত করেছেন তিনি। তাঁর মতে, খসড়ায় কোথাও পরিষ্কারভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়নি কাকে ভারতীয় জ্ঞানতন্ত্র ধরা হবে, কিংবা কীভাবে সেটিকে বিশ্লেষণ করা হবে। তিনি উদাহরণ হিসেবে কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র'র অযৌক্তিক ব্যবহার দেখান। খসড়ায় গ্রন্থটিকে ৫০০ খ্রিস্টপূর্ব থেকে ১০০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বিস্তৃত সময়সীমায় ব্যবহার করা হয়েছে, অথচ ওই দীর্ঘ সময়কালে রাজনৈতিক ও বৌদ্ধিক প্রেক্ষাপট একেবারেই বদলে গেছে। থাপারের মতে, খসড়ায় ভারতীয় জ্ঞানতন্ত্রকে শুধু হিন্দুকেন্দ্রিকভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। অথচ সংস্কৃত ভাষার বহু গ্রন্থই ভারত, পশ্চিম এশিয়া, মধ্য এশিয়া ও চিনের সঙ্গে সাংস্কৃতিক বিনিময়ের মাধ্যমে গড়ে উঠেছে। জ্ঞানের ধারাকে একটি নির্দিষ্ট ধর্ম বা একক ভূখণ্ডের সম্পদ হিসেবে দেখা ঐতিহাসিকভাবে বিভ্রান্তিকর। অধ্যাপক থাপারের এই মন্তব্য ইতিমধ্যেই সারা দেশের অ্যাকাডেমিক মহলে সাড়া ফেলেছে। বহু শিক্ষাবিদ তাঁর মতোই পাঠ্যক্রম কেন্দ্রীয়করণ এবং মতাদর্শ-নির্ভর শিক্ষার পুনর্গঠনের বিরুদ্ধে সোচ্চার।

৩ বিজ্ঞানীকে নোবেল এবার চিকিৎসাশাস্ত্রে

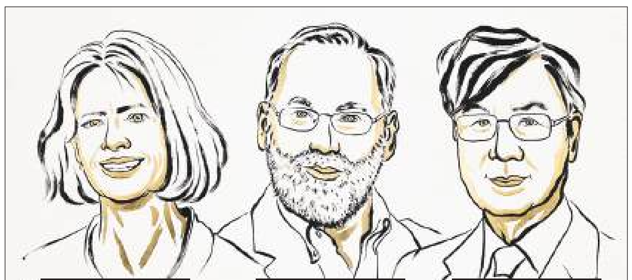

ম্যারি ই ব্রাঙ্কো | ফ্রেড র‍্যামস্ডেল | শিমন সাকাগুচি

স্টকহোম : চিকিৎসাশাস্ত্রে এ-বছরের নোবেলজয়ীদের নাম ঘোষণা করল রয়্যাল সুইডিশ অ্যাকাডেমি। ২০২৫ সালে চিকিৎসায় নোবেল পাচ্ছেন তিন বিজ্ঞানী। এঁরা হলেন ম্যারি ই ব্রাঙ্কো, ফ্রেড র‍্যামস্ডেল এবং শিমন সাকাগুচি। মানবদেহের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা কীভাবে নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়, তা নিয়ে গবেষণার জন্য এবারের নোবেল পুরস্কার। কী কী কারণে দেহের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা শরীরের অঙ্গকে আক্রমণ করতে পারে না, তা নিয়ে গবেষণা চালাচ্ছিলেন তাঁরা। মানবদেহের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণে না রাখলে তা নিজের শরীরের অঙ্গগুলিকেই আক্রমণ করতে পারে। রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা কেন নিজ শরীরের ক্ষতি করতে বাধা পায়, তা নিয়ে গবেষণা চালান তিন বিজ্ঞানী। তাঁদের গবেষণালব্ধ ফল ক্যানসার এবং অন্য অটোইমিউন ব্যাধির চিকিৎসায় সাহায্য করেছে।

এক একাকী, নিঃসঙ্গ গ্রহ। মহাকাশ বিজ্ঞানীরা এর নাম রেখেছেন ‘চা ১১০৭-৭৬২৬’। এটি একা একাই মহাবিশ্বে ঘুরে বেড়ায়। সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেল, প্রতি সেকেন্ডে ৬০০ কোটি টন (৬ লক্ষ কোটি কেজি) করে ভর বৃদ্ধি পাচ্ছে গ্রহটির

গভীর সমুদ্রের অস্থিখেকোরা

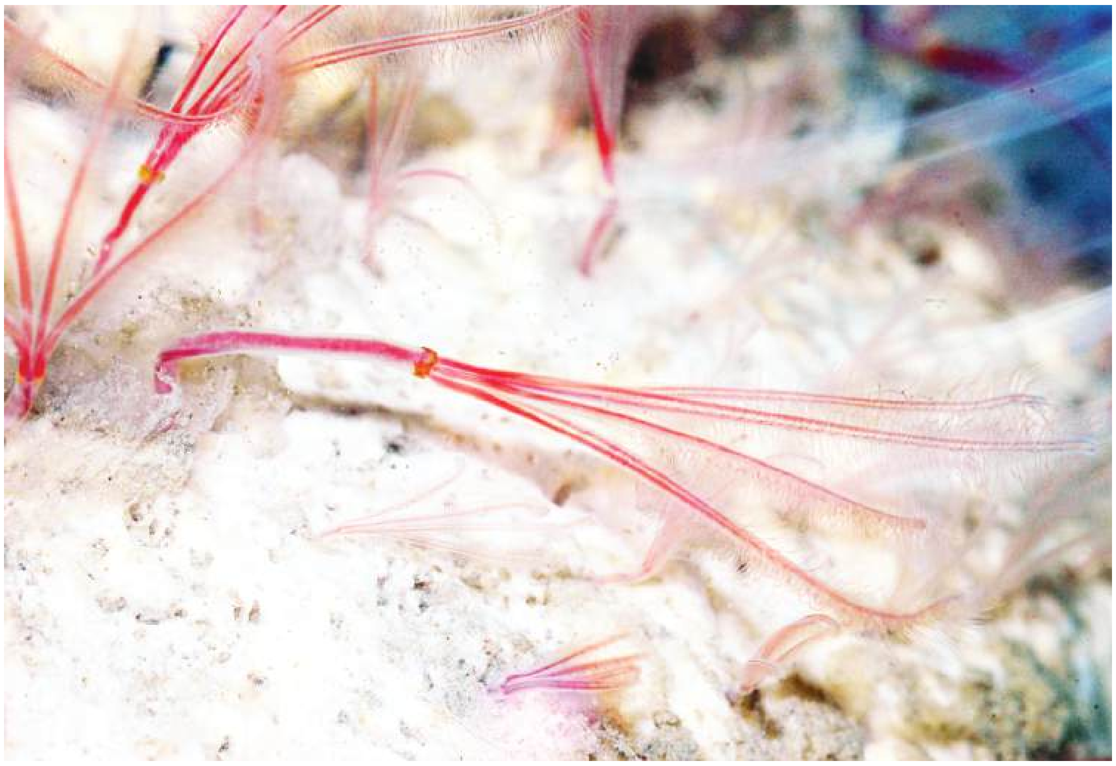

সমুদ্রের অতল গভীরে থাকা বিভিন্ন রহস্য ভাণ্ডারের অন্যতম হল এর মধ্যে বসবাসকারী জীব। তাদের মধ্যে কেউ কেউ আবার বেঁচে থাকে মৃতদেহের অস্থির মধ্যের পুষ্টিরসের ওপর। সেই অস্থিখেকো ওসেড্যাক্স-এর আলোচনায়

প্রিয়াঙ্কা চক্রবর্তী

গভীর সমুদ্রের তলদেশ, বরাবরই হাজারও চমক নিজের মধ্যে ধারণ করে এসেছে। এত চমকের মধ্যে অন্যতম হল অস্থিখেকো কৃমি। সমুদ্র তলদেশ প্রধানত চিরন্তন অন্ধকার এবং প্রবল চাপের একটি জগৎ, যা বিরল ও ক্ষণস্থায়ী খাদ্য উৎসের দ্বারা চালিত হয়ে এক আশ্চর্যজনকভাবে বৈচিত্র্যময় বাস্তুতন্ত্রকে আশ্রয় দেয়। এই বেন্থিক পরিবেশের বাসিন্দাদের মধ্যে অন্যতম হল ওসেড্যাক্স (Osedax), যা পলিকীটা (Polychaeta) শ্রেণির অন্তর্গত সামুদ্রিক কৃমির একটি অসাধারণ গণ, এরই ডাকনাম হল অস্থিভোজী বা ‘জম্বি’ কৃমি। ২০০২ সালে অপেক্ষাকৃত সম্প্রতি আবিষ্কৃত এই জীবগুলি গভীর-সমুদ্রের বাস্তুবিদ্যা সম্পর্কে আমাদের ধারণাকে আমূল বদলে দিয়েছে। এরা মেরুদণ্ডী প্রাণীর মৃতদেহের, বিশেষ করে তিমির পুষ্টি-সমৃদ্ধ কঙ্কাল থেকে নিজেদের পুষ্টি গ্রহণ করে।

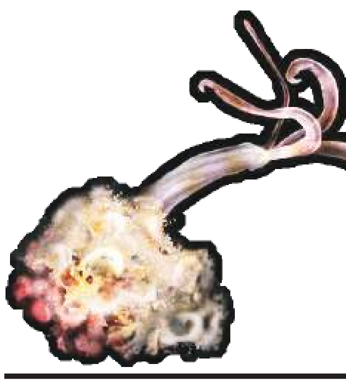

ওসেড্যাক্সের কাহিনি

ওসেড্যাক্সের প্রাথমিক আবিষ্কারটি ক্যালিফোর্নিয়ার মন্টেরে বে (Monterey Bay)-এর সমুদ্রের তলদেশে পড়ে থাকা একটি ক্ষয়প্রাপ্ত ধূসর তিমির কঙ্কালের দূর-চালিত যান (ROV) সমীক্ষা থেকে প্রথম উঠে এসেছিল। এর আগে, বিজ্ঞানীরা ধরে নিয়েছিলেন যে গভীর সমুদ্রে বৃহৎ মেরুদণ্ডী প্রাণীর হাড়গুলি বহু শতাব্দী ধরে টিকে থাকবে এবং অজৈবিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ধীরে ধীরে ক্ষয় হবে। কিন্তু হাড়গুলি থেকে এক প্রাণবন্ত, পালকের মতো শিখা নির্গত হতে দেখার পর— যা জিলাটিনাস দেহের মাধ্যমে অস্থির ম্যাট্রিক্সে প্রবেশ করে সংযুক্ত ছিল— এই ধারণাটির আমূল বদল ঘটে। আণুবীক্ষণিক দিক থেকে বিচার করলে, স্ত্রী কৃমির দৃশ্যমান অংশটি একটি প্লুম (plume) নিয়ে গঠিত, যা জল থেকে অক্সিজেন বের করার জন্য ফুলকা হিসাবে কাজ করে এবং দেহ (trunk) অংশটি কৃমিটিকে কোনও বস্তুর সাথে আটকে রাখে। কৃমির সবচেয়ে আকর্ষণীয় এবং কার্যকরী দিক হল এর root system, যা এমন একটি জটিল, শাখাযুক্ত কাঠামো যেটি হাড়ের ভেতরে গর্ত করার জন্য অ্যাসিড নিঃসৃত করে।

ওসেড্যাক্সের খাদ্যগ্রহণ প্রক্রিয়া

ওসেড্যাক্স যে পদ্ধতিতে পুষ্টি গ্রহণ করে, তা সম্ভবত এর সবচেয়ে আশ্চর্যজনক অভিযোজন। মুখ, অন্ত্র এবং মলদ্বার না থাকায়, এই কৃমিগুলি সম্পূর্ণভাবে কেমোসিন্থেটিক ব্যাকটেরিয়ার (chemosynthetic bacteria) সাথে একটি অত্যাধুনিক অন্তঃসহজীবিতার (endosymbiosis) ওপর নির্ভর করে। এই ব্যাকটেরিয়াগুলি root tissue-এর মধ্যে অবস্থান করে, যা হাড়ের ম্যাট্রিক্সের সাথে নিবিড়ভাবে সংযুক্ত। কৃমির অ্যাসিডিক নিঃসরণ হাড়ের ক্যালসিয়াম ফসফেট কাঠামোকে দ্রবীভূত করার পর, মজ্জা থেকে উন্মুক্ত লিপিড (তেল) উপাদান এবং কোলাজেন শোষণ করে। এরপর সহজীবী ব্যাকটেরিয়াগুলি এই জৈব যৌগগুলি, বিশেষত লিপিড, হজম করে শক্তি উৎপাদন করে এবং কৃমিকে পুষ্টি প্রদান করে, যা হোস্ট কৃমি ব্যবহার করতে পারে। এই সম্পর্কটি একটি অসাধারণ সহ-বিবর্তনকে তুলে ধরে, যা কৃমিকে সফলভাবে বেঁচে থাকতে সাহায্য করে।

ওসেড্যাক্সের প্রজনন কৌশল

ওসেড্যাক্সের প্রজনন কৌশল এর খাদ্য গ্রহণের অভ্যাসের মতোই অনন্য, যা চরম যৌন দ্বিরূপতা (sexual dimorphism) দ্বারা চিহ্নিত। হাড়ের মধ্যে ড্রিল করা বড়, দৃশ্যমান প্রাণীগুলি সবই স্ত্রী যা লক্ষ লক্ষ ডিম উৎপাদন করতে সক্ষম। এই প্রজাতির পুরুষ হল মূলত একটি আণুবীক্ষণিক বামন, যার স্ত্রী কৃমির মতো root system এবং বড় প্লুমের সম্পূর্ণ অভাব রয়েছে। এই ক্ষুদ্র পুরুষেরা তাদের বিকাশের লার্ভা স্তর থেকে কখনই বের হয় না; তারা মূলত শুক্রাণু-উৎপাদনকারী যন্ত্র মাত্র, এ ছাড়া তাদের বিশেষ কোনও ভূমিকা থাকে না। তারা স্থায়ীভাবে স্ত্রী কৃমির ডিম্বনালির (oviduct) মধ্যে আবদ্ধ অবস্থায় বাস করে, যেখানে প্রায়শই শত শত পুরুষ একসাথে একটি ‘হারেম’-এ (harem) একত্রিত হয়। ট্রফিক সোমি (trophic somy) নামে পরিচিত এই প্রজনন কৌশলটি নিশ্চিত করে যে স্ত্রী কৃমি, একবার একটি বিরাট মৃত তিমিতে সফলভাবে বসতি স্থাপন করলে, সে যেন ক্রমাগত শুক্রাণু সরবরাহ পায়, যার ফলে একটি বিচ্ছিন্ন এবং নিরুৎপাত পরিবেশে তার প্রজনন সর্বাধিক হয়। নিষেক ক্রিয়ার পর, স্ত্রী কৃমি নিষিক্ত ডিম ছেড়ে দেয়, যা লার্ভা হিসাবে ভেসে বেড়ায় যতক্ষণ না তারা একটি নতুন হাড়ের উৎসের সন্ধান পায়, যার ফলে উপনিবেশ স্থাপনের এই চক্রটি নতুন করে শুরু হয়।

ওসেড্যাক্সের বাস্তুসংস্থান

ওসেড্যাক্সের বাস্তুসংস্থান সাধারণত সমুদ্রের অতলে কোনও তিমি মারা যাওয়ার ওপর নির্ভরশীল। আসলে যখন কোনও তিমি তার মারা যাওয়ার সংকেত পায় তখন সে নিজেকে গভীর সমুদ্রে নিয়ে যায়। যাতে তার মারা যাওয়ার পর তার দেহ ভক্ষণ করে অনেক সামুদ্রিক প্রাণী পুষ্টি পায়, এখানে স্বতন্ত্র পর্যায়ক্রমিক প্রক্রিয়ায় একের পর এক হাঙর, বড় মাছ, ছোট মাছ ও আরও অনেক সামুদ্রিক প্রাণী মরা তিমির মাংস ভক্ষণ করতে থাকে এবং এটি কয়েক বছর ধরে চলে। অবশেষে যখন কেবল অস্থি পড়ে থাকে, তখন এই স্তরে আসে ওসেড্যাক্স-এর পালা। এরা তখন তাদের সম্পর্কিত ব্যাকটেরিয়া দ্বারা হাড়ের লিপিডের পচনের মাধ্যমে দ্বিতীয় স্তরের ভক্ষক তথা বিশেষ কিছু অমেরুদণ্ডী প্রাণীর একটি অত্যন্ত বৈচিত্র্যময় সম্প্রদায়কে টিকিয়ে রাখে। হাড়ের কাঠামোগত অখণ্ডতা গ্রাস করে যৌগগুলিকে গভীর সমুদ্রের তলদেশে ফিরিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে, ওসেড্যাক্স তিমির জৈববস্তুর সম্পূর্ণ পুনর্ব্যবহারে সহায়তা করে, যা একটি বিশাল, দীর্ঘজীবী সম্পদকে অতলান্ত বাস্তুতন্ত্রের জন্য শক্তির উৎসে রূপান্তরিত করে। এইভাবে, কৃমিগুলি অবিচ্ছেদ্য জৈব-ভূরাসায়নিক প্রকৌশলী (biogeochemical engineers)-এর মাধ্যমে গভীর-সমুদ্রের কার্বন এবং নাইট্রোজেন চক্রকে নিয়ন্ত্রণ করে। এই কৃমিগুলি মূলত ‘সালফোফিলিক স্তর’-এর (sulfophilic stage) জন্য দায়ী, যা ক্ষয়ের চূড়ান্ত এবং দীর্ঘতম ধাপে অংশগ্রহণ করে এই প্রক্রিয়াটির বিস্তার কয়েক দশক করে।

ওসেড্যাক্স হল গভীর সমুদ্রের এমন একটি অনন্য উদাহরণ যারা দুষ্প্রাপ্য-সম্পদযুক্ত গভীর সমুদ্রে টিকে থাকার সমস্যাটি সমাধান করেছে সবচেয়ে বড় এবং সবচেয়ে টেকসই খাদ্য উৎস— হাড়কে সুকৌশলে ব্যবহার করার মাধ্যমে। তাদের উদ্ভাবনী খাদ্যকৌশল, যার মধ্যে হজমের জন্য ব্যাকটেরিয়াজনিত সহজীবিতা এবং হারেম-ভিত্তিক প্রজনন মডেল অন্তর্ভুক্ত, তা কঠোরতম পরিবেশেও জীবনকে টিকিয়ে রাখার সম্ভাবনাকে তুলে ধরে। অস্থিভোজী কৃমির আবিষ্কার যে শুধু গভীর সমুদ্রের অপরিমেয় জীববৈচিত্র্যকেই তুলে ধরে তা নয়, বরং এটি আমাদের গ্রহের বিশাল, অন্ধকারময় অঞ্চলে জৈব পদার্থের ভাগ্য নির্ধারণকারী গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু প্রায়শই অদৃশ্য, প্রক্রিয়াগুলির ওপরও আলোকপাত করে।

মাঠে ময়দানে
7 October, 2025 • Tuesday • Page 14 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

অস্ট্রেলিয়ার প্লেয়ারদের খাদ্যে বিষক্রিয়ার খবর ওড়াল বোর্ড। তাদের দাবি, তাহলে একই খাবার খেয়ে ভারতীয় খেলোয়াড়েরা সুস্থ কীভাবে

পেনাল্টি মিস লেয়নডস্কির, চার গোলে হার বার্সেলোনার

মাদ্রিদ, ৬ অক্টোবর : চ্যাম্পিয়ন্স লিগে পিএসজির কাছে হারের পর এবার লা লিগাতেও মুখ থুবড়ে পড়ল বার্সেলোনা। চোটের কারণে লামিন ইয়ামাল, রাফিনহা ও গাবির মতো তিন নিয়মিত তারকা ছিলেন না। সেই সুযোগ কাজে লাগিয়ে সেভিয়া ৪-১ গোলে উড়িয়ে দিয়েছে কাতালান জায়েন্টদের। দ্বিতীয়ার্ধে পেনাল্টি নষ্ট করে বার্সাকে ডুবিয়েছেন রবার্ট লেয়নডস্কিও।

এদিনের হারের পর লা লিগায় শীর্ষে ওঠার সুযোগও হাতছাড়া করেছে বার্সেলোনা। ৮ ম্যাচে ১৯ পয়েন্ট নিয়ে তারা আপাতত দ্বিতীয় স্থানে। সমান ম্যাচে ২১ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে রিয়াল মাদ্রিদ।

পেনাল্টি মিস, হতাশ লেয়নডস্কি। লা লিগায় সেভিয়ার বিরুদ্ধে।

বিপক্ষের মাঠে আয়োজিত ম্যাচের ১৩ মিনিটেই পিছিয়ে পড়েছিল বার্সা। পেনাল্টি থেকে গোল করে সেভিয়াকে এগিয়ে দেন আলেক্সিস সানচেস। যিনি আবার বার্সেলোনার প্রাক্তনী। ৩৭ মিনিটে রুবেন ভার্গাসের পাস থেকে বল পেয়ে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন ইসাক রোমেরো। যদিও প্রথমার্ধের সংযুক্ত সময়ে দুরন্ত ভলিতে গোল করে ১-২ করে দিয়েছিলেন মার্কাস রাশফোর্ড। লা লিগায় এটি ছিল তাঁর প্রথম গোল।

বিরতির পর বাড়তি উদ্যম নিয়ে ঝাঁপিয়েছিল বার্সেলোনা। বেশ চাপ সৃষ্টিও করেছিল সেভিয়ার রক্ষণে। ৭৬ মিনিটে ম্যাচে সমতা ফেরানোর সুবর্ণ সুযোগ পেয়ে যায় বার্সা। পেনাল্টি আদায় করে নিয়েছিল তারা। কিন্তু লেয়নডস্কির শট বারের অনেকটা উপর দিয়ে চলে যায়। উল্টে ৯০ মিনিটে জোসে অ্যাঞ্জেলের গোলে ৩-১ ব্যবধানে এগিয়ে যায় সেভিয়া। এরপর ৯৬ মিনিটে ৪-১ করেন আকর আডামস। ২৬ অক্টোবর লিগের পরের ম্যাচ খেলবে বার্সেলোনা। সেদিন প্রতিপক্ষ রিয়াল মাদ্রিদ। মর্যাদার লড়াইয়ের ওই ম্যাচের আগে কি ইয়ামাল ফিট হয়ে উঠবেন? বার্সা কোচ হ্যান্সি ফ্লিকের বক্তব্য, আমি নিশ্চিত নই।

ভারত-পাক ম্যাচ কমাও : আথারটন

লন্ডন, ৬ অক্টোবর : ভারত-পাক ম্যাচ বিতর্কের আবহে আইসিসির বর্তমান ক্রিকেট সূচিকে 'প্রক্সি ফর প্রোপাগান্ডা' বললেন প্রাক্তন ইংল্যান্ড অধিনায়ক মাইকেল আথারটন। তিনি দাবি করেছেন, আইসিসির ম্যাচ সূচিতে আরও স্বচ্ছতা থাকতে হবে। ভারত-পাক ম্যাচের সংখ্যা কমানোরও আবেদন করেছেন তিনি।

সাম্প্রতিক সময়ে দুই ক্রিকেট বোর্ড বারবার সংঘাতে জড়িয়েছে। তবু অনেক বছর ধরে আইসিসি ইভেন্টে এই দুই দলকে এক গ্রুপে ফেলা হয়েছে। যার ব্যাখ্যা কখনও দেয়নি আইসিসি। অনেকে মনে করেন টুর্নামেন্টে অন্তত একবার যাতে ভারত-পাক ম্যাচ হয় সেটা নিশ্চিত করতেই এমন সূচি করা হচ্ছে। সম্প্রতি এশিয়া কাপে যেমন তিনবার মুখোমুখি হয়েছে এই দুটি দল। এসিসি আয় বাড়াতে এটা করেছে বলে অনেকের ধারণা।

আথারটন নিজের কলাম-এ বলেছেন, এই ম্যাচ থেকে অনেক আয় হয়। এই জন্যই আইসিসি ব্রডকাস্ট রাইট এত দামি। তিনি ইঙ্গিত করেছেন, এই দুটো দলের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সিরিজ বন্ধ আছে বলে টুর্নামেন্টে বেশি করে এদের ম্যাচ দেওয়া হচ্ছে। আথারটনের কথায়, ক্রিকেট একসময় ডিপ্লোম্যাসির বাহন ছিল আর এখন 'প্রক্সি ফর প্রোপাগান্ডা'য় এসে দাঁড়িয়েছে। পরের ব্রডকাস্ট রাইটের সময় আরও স্বচ্ছতা থাকা দরকার। সব ইভেন্টে যদি ভারত-পাক ম্যাচ না হয়, তাহলে তাই হবে।

মন্থর কোর্টের সুবিধা পাচ্ছেন

ফেডেরারের অভিযোগ উড়িয়ে দিলেন সিনার

রোম, ৬ অক্টোবর : কিংবদন্তি রজার ফেডেরারের সঙ্গে বাক্‌যুদ্ধে জড়ালেন জনিক সিনার। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে ফেডেরার বলেছিলেন, এখন টুর্নামেন্টের আয়োজকেরা ইচ্ছাকৃত ভাবেই মন্থর কোর্ট তৈরি করছে। এতে বাড়তি সুবিধা পাচ্ছে সিনার, আলকারেজের মতো তারকারা। সমস্যায় পড়ছে তুলনামূলকভাবে দুর্বল খেলোয়াড়রা। আসলে আয়োজকেরা চাইছেন, সব টুর্নামেন্টের ফাইনাল যেন সিনার ও আলকারেজের মধ্যে হয়। কিন্তু এতে আখেরে ক্ষতি হচ্ছে টেনিসের। খেলাটা একঘেয়ে হয়ে পড়ছে।

যদিও ফেডেরারের এই অভিযোগ উড়িয়ে দিচ্ছেন সিনার। তিনি বলছেন, বেশিরভাগ হার্ড কোর্ট একই ধরনের। সামান্য কিছু বদল হয় মাঝে মাঝে। যেমন ইন্ডিয়ান ওয়েলসে বল বাড়তি বাউন্স করে। কিন্তু তাতে কোর্টের মৌলিক চরিত্রে কোনও বদল হয় না। সিনার আরও যোগ করেছেন, আমি বা আলকারেজ কোর্ট তৈরি করি না। ব্যক্তিগত ভাবে আমি চেষ্টা করি সব ধরনের কোর্টে মানিয়ে নিয়ে নিজের সেরা খেলাটা খেলতে। বাকিরাও সেই একই চেষ্টা করে থাকে। কিন্তু আমি বা অন্য কেউ বাড়তি কোনও সুবিধা পায় বলে মনে করি না।

এদিকে, সিনার এই কথা বললেও, ফেডেরারের সঙ্গে একমত আরেক টেনিস তারকা আলেকজান্ডার জেরেভ। তাঁর বক্তব্য, এটা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই যে, বর্তমানে সব টুর্নামেন্টে কোর্ট একই ধরনের তৈরি হচ্ছে। আমি ১২ বছর ধরে পেশাদার সার্কিটে খেলছি। আগে প্রতিটি টুর্নামেন্টেই আলাদা আলাদা চরিত্রের কোর্ট তৈরি হত। এখন আর সেটা হয় না। মনে হয়, টুর্নামেন্ট ডিরেক্টররা চায়, সিনার আর আলকারেজ যেন সব ক'টা টুর্নামেন্ট জেতে।

গ্যালারিতে ছুঁড়ে দিলেন কিং

গুকেশকে হারিয়ে বিতর্কে নাকামুরা

আর্লিংটন, ৬ অক্টোবর : চেকমেট ইউএসএ বনাম ভারতের ম্যাচে ডি গুকেশকে হারিয়ে হিরাকু নাকামুরা যে সেলিব্রেশন করেছেন তা নিমেষে সমালোচনার ঝড় তুলেছে। ঘটনাটি ঘটেছে আর্লিংটনের ই স্পোর্টস স্টেডিয়ামে।

এই প্রদর্শনী দাবা প্রতিযোগিতায় আমেরিকা ৫-০-তে জিতেছে। নাকামুরা জিতে এমন সেলিব্রেশন করেন যেটা অনেকে অখেলোয়াড়চিত বলে মনে করেছেন। তিনি কিস্তিমাতের পর গুকেশের কিং গ্যালারির উদ্দেশে ছুঁড়ে দেন। যেটা তাঁর চরিত্র-বিরোধী আচরণও। নাকামুরা বরাবর শান্ত মনোভাব দেখিয়েছেন। তাঁর এমন রূপ দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়েছেন গুকেশ। মার্কিন দাবাড়ু অবশ্য এতে অন্যায় কিছে দেখেননি। তিনি বলেছেন জিতলে এমনই করবেন বলে ঠিক করে রেখেছিলেন। তাঁর কথায়, আমি জিতে অনেকসময় কিং-কে ছুঁড়ে দিই। আমার মনে হয় লোকে এটা উপভোগ করেছে। কিন্তু নাকামুরার কথায় চিঁড়ে ভেজেনি। প্রাক্তন বিশ্ব

চ্যাম্পিয়ন ভ্লাদিমির ক্রামনিক বলেছেন, এটা শুধু ভালগারিটি নয়, এটা হল মডার্ন দাবার তলানিতে নেমে যাওয়ার একটা উদাহরণ। তবে সংগঠকেরা দাবি করেছেন এই টুর্নামেন্ট একটু অন্যভাবে করা হয়েছিল। শিথিল ছিল প্রোটোকল। যাতে দর্শকেরা আনন্দ পায়। প্লেয়ারদের নাকি এরকমই আনন্দ দেওয়ার কথা বলা হয়েছিল। আর নাকামুরা নিজে পরে গুকেশের সঙ্গে কথা বলে জানান, এটা নেহাতই মজা ছিল। তাঁকে অসম্মান করার জন্য এমন করেননি।

কোর্টে অসুস্থ, তবু শেষ ষোলোয় জকো

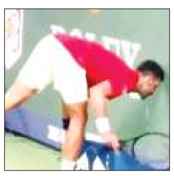

সাংহাই, ৬ অক্টোবর : সাংহাই মাস্টার্সে ম্যাচ চলাকালীন কোর্টেই বমি করেন নোভাক জকোভিচ। যদিও শারীরিক অসুস্থতা কাটিয়ে শেষ পর্যন্ত ম্যাচ জিতেছেন তিনি। পৌঁছে গিয়েছেন টুর্নামেন্টের শেষ ষোলো রাউন্ডে। আসলে সাংহাইয়ের প্রচণ্ড গরম এবং তীব্র আর্দ্রতা কাবু করছে খেলোয়াড়দের। জানিক সিনার তো এই কারণে টুর্নামেন্ট থেকেই সরে গিয়েছেন। জকোভিচও গরম ও আর্দ্রতায় অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। তবে প্রতিদ্বন্দ্বী ইয়ানিক হ্যানফম্যানকে ৪-৬, ৭-৫, ৬-৩ সেটে হারিয়ে প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে জায়গা করে নিয়েছেন ৩৮ বছর বয়সি সার্ব তারকা। এবার তাঁর প্রতিপক্ষ স্পেনের জাউমি মুনার। নিজের অসুস্থতা নিয়ে ম্যাচের পর জকোভিচ বলেন, এখানকার আবহাওয়া ভীষণ অস্বস্তিকর। সব খেলোয়াড়েরই সমস্যা হচ্ছে। প্রতিদিনই আর্দ্রতার পরিমাণ থাকছে প্রায় ৮০ শতাংশের বেশি। এই পরিস্থিতিতে রোদের মধ্যে ম্যাচ খেলতে সমস্যা হচ্ছে। আমার সম্ভবত একটু বেশিই কষ্ট হচ্ছে। কারণ, এমন আবহাওয়াতে শরীর মানিয়ে নিতে পারছে না। তা ছাড়া এদিন আমার প্রতিদ্বন্দ্বী আমাকে কঠিন পরীক্ষার মুখে ফেলে দিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত জিতেছি, এটাই বড় ব্যাপার।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

মাঠে ময়দানে

7 October, 2025 • Tuesday • Page 15 || Website - www.jagobangla.in

১৫
৭ অক্টোবর
২০২৫
মঙ্গলবার

আউট হয়ে ব্যাট মাটিতে আছড়ে ফেলেছিলেন, পাক ব্যাটার সিদরা আমিনকে একটি ডিমেরিট পয়েন্ট দিল আইসিসি

পিএসজি ম্যাচে ভাই ইথানের গোল, উচ্ছ্বাস এমবাপের

প্যারিস, ৬ অক্টোবর : ভাইকে নিজের রাস্তা দেখে নিতে বলেছিলেন বড় ভাই। পরামর্শ দিয়েছিলেন শান্ত থাকো। ভাই যেহেতু বরাবর অন্যরকম তাঁর থেকে। কিন্তু ভাইকে যে সারাক্ষণ একটা নামের বোঝা বয়ে বেড়াতে হচ্ছে সেটা তো তাঁর বেলায় ছিল না। এমবাপে পদবিটা তখনও পরিচিত নয়। কিলিয়ান এমবাপে তাই জানেন তাঁর ছোট ভাই ইথানের জন্য কাজটা কত কঠিন। কিন্তু দাদা হিসাবে ভাইয়ের সাফল্যে তিনি উদ্বেলিত হন। আর পাঁচটা দাদার মতোই। যেমন হলেন পিএসজির বিরুদ্ধে ভাইকে গোল করে ম্যাচে সমতা ফেরাতে দেখে। গোল করে ইথান এমবাপের স্টাইলে সেলিব্রেশন করেছেন। যা দেখে দাদা সেই ছবি পোস্ট করে লিখেছেন, হোয়াট আ ক্রেজি স্ক্রিপ্ট মাই বয়। ঘটনাচক্রে এমবাপে মাঠে বসেই ভাইয়ের খেলা দেখছিলেন। একসময় দুজনে মিলে পিএসজিতে খেলতেন। তারপর পথ আলাদা গিয়েছে। এমবাপে চলে গিয়েছেন রিয়াল মাদ্রিদে। ভাই ফ্রি ট্রান্সফার নিয়ে লিলে-তে। এমবাপে একসময় বলেছিলেন ভাই আমার সঙ্গে খেলতে চাইলে আমি হয়তো পিএসজিতে থেকে যেতাম। কিন্তু ও ক্লাব ছাড়তে চাইছিল। কিন্তু এটা আমাকে অবাক করেছিল। ভাইয়ের কাছে পিএসজিই ছিল সবকিছু। আমি যেমন স্বপ্ন দেখতাম রিয়ালের। একসময় আমি ওকে বলেছিলাম তুই চাইলে আমি এখানেই থেকে যাব। তাহলে একসঙ্গেই খেলব। তাতে আমি আমার রিয়ালে খেলার স্বপ্ন ছেড়ে দেব। কিন্তু ইথান আমায় বলেছিল, আমি এখানে আর থাকতে চাই না। ক্লাব তোমার সঙ্গে যা করেছে বা আমার সঙ্গে তাতে আর এখানে থাকা চলে না। এটা মোটেই স্বাভাবিক ঘটনা নয়। এমবাপে চারবার ভাইয়ের সঙ্গে খেলেছেন। দুবার লিগের ম্যাচে। আর দুবার কাপ দ্যা ফ্রান্সে।

ট্রোলিং সামলানো শিখিয়েছে মাহিভাই

বলছেন সিরাজ

হায়দরাবাদ, ৬ অক্টোবর : ইংল্যান্ড সিরিজের পর ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে আমেদাবাদ টেস্ট। বল হাতে দারুণ ফর্মে মহম্মদ সিরাজ। অথচ একটা সময় বারবার ট্রোলিংয়ের শিকার হয়েছেন ডানহাতি পেসার। বাবা অটো চালাতেন বলে শুনতে হয়েছে, যা বাবার সঙ্গে অটো চালা!

শুরুর দিকে বিচলিত হতেন সিরাজ। কিন্তু মহেন্দ্র সিং ধোনির একটা পরামর্শ তাঁর জীবন পাল্টে দেয়। সিরাজ বলছেন, মাহি ভাই আমাকে বলেছিলেন, কারও কথায় কান দিবি না। ট্রোল্ড হলে ভেঙে পড়বি না। মনে রাখবি, ভাল খেললে গোটা দুনিয়া তোকে মাথায় তুলে নাচবে। আর খারাপ খেললে গালাগালি দেবে। তাই মাঠের বাইরের কথায় কান না দিয়ে নিজের পারফরম্যান্সে উন্নতি করার চেষ্টা চালিয়ে যা।

সিরাজ আরও জানিয়েছেন, তিনি আগ্রাসন শিখেছেন দক্ষিণ আফ্রিকার প্রাক্তন ফাস্ট বোলার ডেল স্টেইনের কাছ থেকে। তাঁর বক্তব্য, আমি খুব শান্ত মানুষ। কিন্তু দেশের হয়ে মাঠে নামলে মাথায় অন্য কিছু চেপে বসে। তখন শুধু একটা কথাই ভাবি, কীভাবে আরও ধারালো বোলিং করা যায়। স্টেইনকে দেখে শিখেছি, ফাস্ট বোলারদের জীবন মানেই আগ্রাসন। কোনও ব্যাটার তাই চার বা ছয় মারলে মাথা গরম হয়ে যায়।

সিরাজের সংযোজন, জো রুটকে আমি খুব সম্মান করি। অসাধারণ ব্যাটার। কিন্তু বল করার সময় ওর দিকে

তাকাই না। কারণ রুট সব সময় হাসে। তাই আগ্রাসন দেখানোর বদলে আমিও হেসে ফেলি। তাই ও যদি নন স্ট্রাইকার-এন্ড থেকেও আমার সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করে, আমি এড়িয়ে যাই।

ভিভ-লয়েডের সতীর্থ জুলিয়েন চলে গেলেন

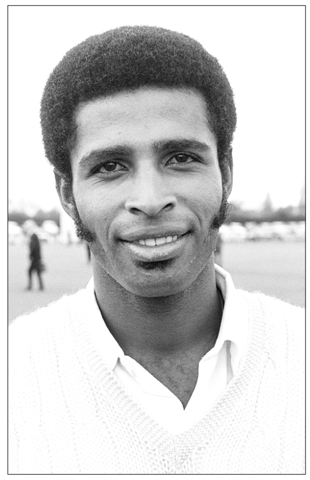

ত্রিনিদাদ, ৬ অক্টোবর : না-ফেরার দেশে ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্রাক্তন অলরাউন্ডার বার্নার্ড জুলিয়েন। ১৯৭৫ সালে প্রথম একদিনের বিশ্বকাপজয়ী ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের অন্যতম সদস্য ছিলেন তিনি। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর। আদতে বাঁ-হাতি পেসার জুলিয়ান ওয়েস্ট ইন্ডিজের হয়ে ২৪টি টেস্ট খেলেছেন। বল হাতে ৫০ উইকেট নেওয়ার পাশাপাশি ব্যাট হাতে করেছেন ৮৬৬ রান। ১২টি একদিনের ম্যাচে নিয়েছিলেন ১৮ উইকেট।

ওয়েস্ট ইন্ডিজের পঁচাত্তরের বিশ্বকাপ জয়ে বড় ভূমিকা ছিল জুলিয়েনের। গ্রুপ পর্বে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে মাত্র ২০ রান খরচ করে ৪ উইকেট নিয়েছিলেন তিনি। আর সেমিফাইনালে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে নিয়েছিলেন ২৭ রানে ৪ উইকেট। এমনকী, ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ব্যাট হাতে ৩৭ বলে ২৬ রানের গুরুত্বপূর্ণ ইনিংস খেলেছিলেন। প্রাক্তন সতীর্থের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করে ক্লাইভ লয়েড বলেছেন, জুলিয়েন সব সময় নিজের সেরাটাই দিত। সেটা বল হাতে হোক বা ব্যাট হাতে। যা দায়িত্ব দিতাম, সেটা নিখুঁতভাবে পালন করত। কখনও এড়িয়ে যায়নি। গভীর শোকপ্রকাশ করেছে ক্যারিবিয়ান ক্রিকেট বোর্ড। সভাপতি কিশোর শ্যালো বলেছেন, বার্নার্ড জুলিয়েনের জীবন আমাদের শেখায়, উদ্দেশ্য নিয়ে বাঁচা মানুষ কখনও হারিয়ে যান না। ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেটে তাঁর অবদান চিরকাল থেকে যাবে।

আই লিগ শুরু হয়তো ডিসেম্বরে

প্রতিবেদন : আইএসএলের পর এবার আই লিগ নিয়েও জট! সোমবার আই লিগের ক্লাবগুলোর সঙ্গে ভার্চুয়াল বৈঠকে বসেছিল অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন। কিন্তু কবে লিগ শুরু হবে, সেটা স্পষ্ট করে জানাতে পারেনি। যা নিয়ে রীতিমতো ক্ষুব্ধ ক্লাবের প্রতিনিধিরা।

এদিনের বৈঠকে ফেডারেশনের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, আইএসএলের নতুন বাণিজ্যিক স্বত্ব চূড়ান্ত হওয়ার পরেই আই লিগের বাণিজ্যিক স্বত্বের জন্য আলাদা করে দরপত্র ছাড়া হবে। সব কিছু ঠিক থাকলে, ডিসেম্বরে শুরু হবে ২০২৫-'২৬ মরশুমের আই লিগ। না হলে জানুয়ারিতে।

যদিও ফেডারেশনের এই কথায় একেবারেই খুশি নয় আই লিগের ক্লাবগুলো। এবারের লিগে বাংলার একমাত্র প্রতিনিধি ডায়মন্ড হারবার এফসির ভাইস প্রেসিডেন্ট আকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় এই প্রসঙ্গে বলেছেন, ফেডারেশনের মনোভাবে আমরা খুবই হতাশ। মনে হচ্ছে, আই লিগ নিয়ে ফেডারেশনের কোনও মাথাব্যথাই নেই। আমাদের বলা হয়েছে, আইএসএলের বাণিজ্যিক স্বত্বের নিষ্পত্তি হলেই আই লিগের জন্য নতুন করে টেন্ডার ডাকা হবে। কিন্তু প্রশ্ন হল, আই লিগের বাণিজ্যিক স্বত্ব ফেডারেশনের। তাহলে কেন আবার তার জন্য আলাদা করে টেন্ডার ডাকা হবে?

আত্মবিশ্বাসী সুনীলরা সিঙ্গাপুরে

প্রতিবেদন : এএফসি এশিয়ান কাপের কোয়ালিফায়ারে সিঙ্গাপুরের বিরুদ্ধে অ্যাওয়ে ম্যাচ খেলতে সোমবার সিঙ্গাপুরে পৌঁছে গেল ভারতীয় ফুটবল দল। গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচের জন্য অভিজ্ঞ সুনীল-সহ নিয়মিত সিনিয়রদের প্রায় সবাইকেই স্কোয়াডে রেখেছেন কোচ খালিদ জামিল। একঝাঁক তরুণ ফুটবলার নিয়ে কাফা নেশনস কাপে তৃতীয় স্থানে শেষ করলেও, এএফসি এশিয়ান কাপের বাছাই পর্বই খালিদের আসল পরীক্ষা। ২ ম্যাচে ১ পয়েন্ট পেয়ে ভারত এখন গ্রুপ সি-তে সবার নিচে রয়েছে। সিঙ্গাপুর ২ ম্যাচে ৪ পয়েন্ট পেয়ে সবার উপরে আছে। বৃহস্পতিবার সিঙ্গাপুরের বিরুদ্ধে ম্যাচ। এর পর ১৪ অক্টোবর গোয়াতে হোম ম্যাচ খেলবেন সুনীলরা। আর মূলপর্বে ওঠার আশা জিইয়ে রাখার জন্য এই দুটো ম্যাচ জিততেই হবে ভারতকে।

গোলের জন্য ভরসা সেই সুনীল।

খালিদ অবশ্য ভাল ফলের ব্যাপারে রীতিমতো আত্মবিশ্বাসী। তিনি বলছেন, আমাদের হাতে এখনও গ্রুপের চারটে ম্যাচ হয়েছে। তাই চাপে পড়ে গেছি, এটা ভাবছি না। তবে এই মুহূর্তে সবথেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ সিঙ্গাপুরের আগামী ম্যাচটা। আমি খুব দূরের কথা ভাবতে চাই না। ম্যাচ ধরে ধরে এগোতে চাই। এর আগে দলের দুই গুরুত্বপূর্ণ সদস্য লালিয়ানজুয়ালা ছাংতে ও গুরপ্রীত সিং সান্ধুও জয়ের শপথ নিয়ে জানিয়েছিলেন, ওরা ভাল দল। খুব লড়ে। কিন্তু আমরা আমাদের খেলায় মনোনিবেশ করছি। আমাদের এখন কী করতে হবে সেটা সবাই জানে। শেষবার সিঙ্গাপুরের সঙ্গে খেলার পর থেকে ওরা অনেক উন্নতি করেছে। শেষবার খুব টানটান ম্যাচ হয়েছিল। আমরা দল হিসাবে ওদের সম্মান করি। কিন্তু মাঠে নামলে জেতা ছাড়া আর কিছু ভাবব না!

শিল্ডের উদ্বোধন হবে এবার কল্যাণীতে

প্রতিবেদন : বুধবার আইএফএ শিল্ডের উদ্বোধনী ম্যাচে মাঠে নামছে ইস্টবেঙ্গল। লাল হলুদের প্রতিপক্ষ শ্রীনিধি ডেকান এফসি। ম্যাচের ভেন্যু কল্যাণী। খেলা শুরু হবে বিকেল তিনটেয়। তবে এই ম্যাচ দেখার জন্য দর্শকদের কোনও টিকিট কাটতে হবে না। আইএফএ জানিয়েছে, শুধু এই ম্যাচেই নয়, শিল্ডের ফাইনাল ছাড়া প্রতিটি ম্যাচ ফ্রি করে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ, কোনও টিকিট ছাড়াই দর্শকেরা এবারের শিল্ডের প্রায় সব ক'টা ম্যাচ দেখতে পারবেন। এদিকে, বৃহস্পতিবার শিল্ড অভিযান শুরু করবে কলকাতার আরেক প্রধান মোহনবাগান। সোমবার থেকেই পুরোদমে শিল্ডের প্রস্তুতি শুরু করে দিলেন সবুজ মেরুন কোচ ও ফুটবলাররা। কেন শিল্ডের উদ্বোধনী ম্যাচ কিশোর ভারতী স্টেডিয়ামের বদলে কল্যাণীতে? আইএফএ সচিব অনির্বাণ দত্ত জানিয়েছেন, ৯ অক্টোবরের আগে কিশোর ভারতী স্টেডিয়াম পাওয়া যাবে না। তাই বাধ্য হয়ে ভেন্যু পরিবর্তন করতে হয়েছে।

মাঠে ময়দানে
7 October, 2025 • Tuesday • Page 16 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমি রোজ নিজেকে ক্যাপ্টেন হিসাবে তৈরি করছি। একদিন সেটাই হতে চাই।

বলেলেন যশস্বী জয়সওয়াল

টানা দুই ম্যাচ জিতেও চিন্তা ব্যাটিং ও ফিল্ডিংয়ে

কলম্বো, ৬ অক্টোবর : সূর্যদের ১৫-০-র পাশে হরমনপ্রীতদের ১২-০। একনজরে এটাই এখন ভারত-পাক ম্যাচের সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান। যা দেখে বোঝাই যাচ্ছে গনগনে উত্তাপের আবহে এই দু-দল মুখোমুখি হলেও ২২ গজে কোনও লড়াই হচ্ছে না।

কলম্বোতে রবিবারের ম্যাচে হ্যান্ডশেক হয়নি। হওয়ার কথাও ছিল না। এশিয়া কাপে রউফ, ফারহানরা সূর্যদের বিরুদ্ধে মাঠে যে আচরণ করেছিলেন, মেয়েদের বিশ্বকাপ ম্যাচে সেটা অবশ্য হয়নি। শুধু একবার পাক স্পিনার নাশরা সান্ধু ঠান্ডা চোখে হরমনপ্রীতের দিকে তাকিয়েছিলেন। ভারত অধিনায়ক সেটা পাত্তা দেননি।

কিন্তু শ্রীলঙ্কার পর পাকিস্তানকেও হারিয়ে ভারত আপাতত গ্রুপ শীর্ষে থাকলেও হরমনপ্রীতদের খুব স্বস্তি দিচ্ছে না ব্যাটিং ও ফিল্ডিং। ব্যাটিংয়ে টপ অর্ডার ব্যর্থ হওয়ায় মিডল ওভারে মাঝের ব্যাটারদের চাপ নিতে হয়েছে। হরমনপ্রীত ৩৪ বলে ১৯ রান করেছেন। রানটা তখনই স্লো হয়ে গিয়েছিল। জেমাইমা ৩২, দীপ্তি ২৫, স্নেহের রান ২০ ও শেষদিকে রিচা ঘোষ ২০ বলে ৩৫ রান করে পরিস্থিতি সামাল দেন।

ব্যাটিংয়ের পাশাপাশি ভারতের ফিল্ডিংও উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। রিচা আমিনের বলে উইকেটের পিছনে দুটি ম্যাচ ফেলেছেন। এই সুযোগে আমিন ৮১ রান করে যান। তাঁর আর একটি ক্যাচ ফেলেছেন শ্রী চারানিও। তাছাড়া ভুল ডিআরএস কলও অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ১১ ওভারের মধ্যে ডিআরএস কল শেষ করে ফেলেছিলেন হরমনপ্রীতরা। দুটি সহজ ম্যাচের পর এবার কঠিন লড়াই। ভুল শুধরে নিতে হবে স্মৃতিদের।

ঝুলনদের জন্য কাপ জিততে চান জেমাইমা

কলম্বো, ৬ অক্টোবর : মেয়েদের বিশ্বকাপের শুরুটা ভালই হয়েছে ভারতের। টানা দুটি ম্যাচ জিতেছেন হরমনপ্রীত কৌররা। বৃহস্পতিবার তৃতীয় ম্যাচে সামনে দক্ষিণ আফ্রিকা। ঘরের মাঠে প্রথমবার বিশ্বসেরা হতে মরিয়া হরমনরা। দলের অন্যতম সদস্য জেমাইমা রডরিগেজ আবার সাফ জানাচ্ছেন, মিতালি রাজ, ঝুলন গোস্বামী, নীতু ডেভিডদের মতো প্রাক্তনরাই তাঁদের বিশ্বকাপ জয়ের অনুপ্রেরণা।

সম্প্রচারকারী টিভি চ্যানেলে দেওয়া সাক্ষাৎকারে জেমাইমা বলেছেন, আমি প্রথমেই মিঠুদি (মিতালি) ও ঝুলুদির (ঝুলন) নাম করতে চাই। যখন প্রথম জাতীয় দলে সুযোগ পেয়েছিলাম, তখন ওরাই সিনিয়র ছিল। সময় বদলেছে। এখন হ্যারি, স্মৃতিরা সেই দায়িত্ব সামলাচ্ছে।

জেমাইমা আরও বলেন, আমাদের দলে এমন একটা পরিবেশ তৈরি হয়েছে, যেখানে মাঠে নেমে প্রত্যেকে নিজের সেরাটা উজাড় করে দেয়। দলকে জেতানোর জন্য নিজের সবটা দিয়ে লড়াই করে। আমরা এবার দেশের মাটিতে বিশ্বকাপ জিততে চাই। শুধু নিজেদের বা হ্যারি ও স্মৃতির জন্য নয়— মিঠুদি, ঝুলুদি, নীতু ডেভিড ম্যামের জন্যও জিততে চাই। কারণ ওদের জন্যই ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট আজ এই জায়গায় পৌঁছতে পেরেছে।

প্রসঙ্গত, এর আগে ২০০৪ ও ২০১৭ সালে একদিনের বিশ্বকাপের ফাইনালে উঠেছিল ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দল। কিন্তু দুবারই রানার্স হয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছিল।

রোহিত-বিরাটের ভবিষ্যৎ নিয়ে দ্বিমত নির্বাচকদেরই

মুম্বই, ৬ অক্টোবর : অস্ট্রেলিয়া সফরের দল ঘোষণার পর দুটো দিন কেটে গেলেও, বিতর্ক থামার নাম নেই! ক্রিকেটমহলে জোর চর্চা চলছে রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলির ভবিষ্যৎ নিয়ে। নেতৃত্ব হারালেও রোহিত দলে রয়েছেন। আছেন বিরাটও। তবে জল্পনা চলছে, অস্ট্রেলিয়া সফরই কি টিম ইন্ডিয়ার জার্সিতে দুই মহাতারকার শেষ টুর্নামেন্ট?

বোর্ড সূত্রের খবর, রোহিত ও বিরাটের ভবিষ্যৎ নিয়ে নির্বাচকেরাও দ্বিধাবিভক্ত! বিশেষ করে, ২০২৭ বিশ্বকাপে দুই তারকাকে না দেখলেও, এত তাড়াতাড়ি রোহিতকে নেতৃত্ব থেকে সরাতে রাজি ছিলেন না অন্তত দুজন নির্বাচক। বোর্ড কর্তাদের একটা বড় অংশও এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেছিল। যুক্তি হিসেবে বলা হয়েছিল, এত তাড়াতাড়ি নেতৃত্বে বদলের কী প্রয়োজন! অন্তত এই সিরিজে রোহিতই অধিনায়ক থাকুক।

পাল্টা যুক্তি মেলে ধরে

আগারকর-গম্ভীর শিবির। সাফ জানিয়ে দেওয়া হয়, রোহিতের বয়স ৩৮, বিরাটের ৩৬। তাই তাঁদের উপর ভরসা রাখা ভুল হবে। বরং এখন থেকেই নতুন অধিনায়ক বেছে নেওয়া হলে, তিনি বিশ্বকাপের আগে দল গুছিয়ে নিতে সুবিধা পাবেন।

বোর্ড সূত্রের আরও খবর, বলা হয় রোহিত অধিনায়ক থাকলে দলের সংস্কৃতি নষ্ট হবে। কারণ তিনি নেতা থাকলে, নিজের দর্শন সবার মধ্যে ছড়ানোর চেষ্টা করবেন। যা বিশ্বকাপের আগে নতুন অধিনায়ককে সমস্যায় ফেলতে পারে। তবে রোহিতের নেতৃত্ব হারানোর পিছনে যে কোচ গম্ভীরের বড় ভূমিকা রয়েছে, সেটা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই। তিনি চাইছেন, দলের সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব নিজের হাতে নিতে। যা রোহিত নেতা থাকলে সম্ভব হত না।

জয়ী বাংলাদেশ

শারজা, ৬ অক্টোবর : প্রথম দুটির মতো তৃতীয় টি ২০ ম্যাচেও আফগানিস্তানকে হারাল বাংলাদেশ। ফলে তিন ম্যাচের সিরিজ ৩-০ ব্যবধানে জিতে নিলেন জাকের আলিরা। প্রথমে ব্যাট করে ২০ ওভারে ৯ উইকেটে হারিয়ে স্কোরবোর্ডে ১৪৩ রান তুলেছিল আফগানিস্তান। জবাবে ১৮ ওভারে ৪ উইকেটে ১৪৪ রান তুলে ফেলে বাংলাদেশ। ফলে ১২ বল হাতে রেখে ৬ উইকেটে ম্যাচ জিতে নেয় তারা। ৩৮ বলে অপরাজিত ৬৪ রান করে ম্যাচের সেরা বাংলাদেশের সাইফ হাসান। এছাড়া তানজিদ হুসেন ৩৩ রান করেন।

স্মৃতির আবেদন মেনে মিতালির নামে স্ট্যান্ড

বিশাখাপত্তনম, ৬ অক্টোবর : ইডেন গার্ডেনে প্রথম স্টেডিয়াম যার স্ট্যান্ড কোনও মহিলা ক্রিকেটারের নামে হয়েছে। তিনি প্রাক্তন ক্রিকেটার ঝুলন গোস্বামী। এবার বিশাখাপত্তনমের এসিএ-ভিডিসিএ স্টেডিয়ামের দুটি স্ট্যান্ডের নামকরণ হচ্ছে মিতালি রাজ ও রবি কল্পনার নামে। অন্ধ্র প্রদেশ ক্রিকেট সংস্থা এই ঘোষণা করেছে।

গত অগাস্ট মাসে স্মৃতি মান্ধানা অন্ধ্রের মন্ত্রী নারা লোকেশের সঙ্গে এক আলোচনা সভায় তাঁকে এই প্রস্তাব দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, গোটা দেশের বিভিন্ন স্টেডিয়ামের স্ট্যান্ড ও গেট যদি পুরুষ ক্রিকেটারদের নামে করা যায় তাহলে মহিলা ক্রিকেটারদের নামে সেটাকরা হয় হবে না কেন। তারাও দেশের জন্য আবেগ নিয়ে খেলে অনেক সম্মান এনেছেন। মন্ত্রী লোকেশ এরপর এই বিষয়টি নিয়ে অন্ধ্রের ক্রিকেট কর্তাদের সঙ্গে কথা বলেন। দ্রুত পদক্ষেপ করার নির্দেশ দেন। এরপর তারা এই বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপ করে মান্ধানা ও কল্পনার নামে স্ট্যান্ডের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

লোকেশ বলেছেন, স্মৃতির আবেদন মানুষের মধ্যে অভূতপূর্ব সাড়া ফেলেছে। খুব তাড়াতাড়ি মিতালিদের নামে স্ট্যান্ডের নামকরণ করে এটাও দেখানো হয়েছে যে এখানে নারী-পুরুষ কোনও তারতম্য নেই। যার যা প্রাপ্য সম্মান, সেটা তাকে দেওয়া হয়। প্রসঙ্গত, স্মৃতি দেশের হয়ে সবথেকে বেশি রান করেছেন। আর স্থানীয় ক্রিকেটার কল্পনা দেশের হয়ে খেলেছেন।